সমাজ সংস্কার বিধায়ক

# সুরাসারোদ্ধার।

শ্রীচাঁদগোপাল গোস্বামী

প্রণীত।



কলিকাতা

নূতন আর্য্য যন্ত্রে

মুদ্রিত।

ইং ১৮৮৪।

মূল্য ।/০ আনা মাত্র।

# বিজ্ঞাপন।

---

এই গ্রন্থ খানির সুরাসারোদ্ধার নামটী প্রতিপন্ন করিবার মানসে যে যে বিষয় লিখিলাম, তাহা বোধ হয় সুরাসারগ্রাহী ব্যতীত সার-গ্রাহী মাত্রেরই বিশেষ তুষ্টিসাধক হইবে সন্দেহ নাই; পরন্তু সুরা অস্মদ্দেশে আর্য্য হিন্দু জাতির পবিত্রতার সঙ্গে সঙ্গে, ধর্ম্ম জ্ঞান, ভদ্রতা ও বংশ নাশের একমাত্র কারণ হইবে বলিযাই যে, কারণ নামে প্রখ্যাত ছিল; এপর্য্যন্ত তাহা কাহারও উপলব্ধি হয় নাই; কিন্তু এখন ইনি ফলেন পরীচিয়তে, সুতরাং অনেকেরই ধারণা হইয়াছে সুর লোকের সঙ্গে কি অপূর্ব্ব সখ্যতা সম্পাদন করিয়াছিল, করিতেছে এবং করিবে।

অত্র গ্রন্থে দেশ কাল পাত্রের প্রতি লক্ষ্য করিয়া যে সকল শ্লেষ ঘটিত শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে, তদ্দৃষ্টে যদি কাহারও কোন ব্যক্তি বিশেষের উপর শ্লেষোক্তি বলিয়া ভ্রম হয়, তাঁহার প্রতি আমার, অনুরোধ এই যে, তিনি যেন স্বয়ং বা সদ্গুরুর কাছে পুনর্ব্বার ইহা বিশেষ মনোযোগের সহিত পর্য্যালোচনা করিয়া যথার্থ হৃদযঙ্গম করিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে গ্রন্থের প্রকৃত উদ্দেশ্য অবগত হইয়া তাঁহার ভ্রম দূরীকৃত হইবে, এবং আমারও লেখনী সার্থকতা লাভ করিবে। আমি ইহাতে যে সকল আধুনিক মনুষ্যের স্বাভাবিক বিষয় বর্ণনা করিলাম, তাঁহাদের অবস্থা ভেদে প্রথমতঃ বাল্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তৎপরে পর্য্যায়ক্রমে যৌবনের এবং বার্দ্ধক্যের অন্তর্গত অসারাংশ সমুদায় উল্লেখ করিয়া চরমে চরমাবস্থার কর্ত্তব্যতা নির্ণয় করিয়া দিতেও সাধ্যমত ক্রটী করিলাম না। ভরসা করি যেন অপাত্রে বিন্যস্ত না হয়।

আক্ষেপের বিষয় এই যে এখন সেরূপ সমালোচন বিশিষ্ট সমালোচক নাই, যদিও থাকেন তবে হয়তো আমি যে যে পক্ষের অত্যাচারের পর শ্লেষ সূচক বর্ণনা করিয়াছি, তাঁহারা তত্তৎ পক্ষ ভুক্ত হউন বা

না হউন, তাঁহাদের অনেক ধনাঢ্য বন্ধুর মত বৈপরীত্য হইবার আশঙ্কা অতিক্রম করিয়া যিনি যেরূপ লিখিবেন, সে কথা আর বলা বাহুল্য; সুতরাং এই গ্রন্থ সমালোচিত হইয়া যে আমাকে সুখী করিবে সে আশা করি না; তবে যদি কোন সুবিজ্ঞ পরিহাস রসপ্রিয় পাঠকের মুখে শুনিতে পাই যে গ্রন্থ খানির আদ্যোপান্ত কণ্ঠস্থ রাখিতে না পারিলে মনের ক্ষোভ নিবৃত্তি পায় না, তখন আমার লেখনী নিশ্চয় চরিতার্থ লাভ করিবে।

সটীক পাণ্ডিত্যাভিমানী মহোদয়গণের প্রতি আমার সবিনয় নিবেদন এই যে, তাঁহারা যেমন, অনুস্বার দেখিলেই সংস্কৃতের ছিদ্রান্বেসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া শিরশ্চালন আরম্ভ করেন, এবং দোষোদ্ঘাটন করিতে না পারিলে আমার পাণ্ডিত্য গৌরব বৃথা, সচরাচর এইরূপ ভাবিয়া থাকেন, ইহাতে যেন তদ্বিষয়ে একটু নিরস্ত থাকেন। কারণ আমি এই গ্রন্থের স্থানে স্থানে বঙ্গ ভাষার সামিলে, পরিহাস রসোদ্দীপক ছন্দ হইবে বলিয়া বহু বিন্দু প্রয়োগ করিয়াছি, তাহাতে আপনারা আমাদের সংস্কৃতের বিন্দু বলিয়া দখল প্রার্থনায় মাথা কাটা কাটী করিতে বিরত হইবেন।

# সুরা সারোদ্ধার।

একদা বর্ত্তমানসময়ের অধিষ্ঠাতা কলি, স্বীয় উদ্দেশ্য-সিদ্ধির সহায়ভূত উপকরণসমূহের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপাদান সুরাকে, সহসা স্মরণ পথে প্রত্যক্ষ করত তাঁহার অনির্ব্বচনীয় মোহিনী শক্তি, যাঁহার অসীম প্রভাব এককালে জগৎকে বিমোহিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে, তৎসম্বন্ধীয় বিষয় গুলি আনুপূর্ব্বিকচিন্তা করিতে করিতে তন্ময়তা-সহকারে দেবতাবোধে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার স্তোত্র পাঠ আরম্ভ করিলেন। যথা—

ধন্য মদ্য ত্বং সুখাদ্য সদ্য দুঃখবারণং,
সুখস্বাদ্য হৃদ্যতাদি বিদ্যমান কারণং ;
অবিদ্যা বিদ্যতে যত্র তত্র ত্বং বিরাজিতং,
নমামি মাদক শ্রেষ্ঠ ইষ্ট অগ্রে পূজিতং ॥

অলক্তাক্ত বিম্বযুক্ত কিমব্যক্তরঞ্জিতং,
সুরেন্দ্রবন্দিনী সেব্য যেন গব্য গঞ্জিতং,
পানমাত্র শম্ভুনেত্র দুর্জ্জনস্য বাঞ্ছিতং,
নমামি মাদক শ্রেষ্ঠ ইষ্ট অগ্রে পূজিতং ॥

ইংলণ্ডীয় বৈদ্যশাস্ত্রে ত্বং জীবস্য জীবনং,
দণ্ডে দণ্ডে কর্ম্মকাণ্ডে ক্ষেণ্ড সঙ্গে সেবনং,

গীত বাদ্যে আদ্য শ্রাদ্ধে অগ্রে ত্বং নিমন্ত্রিত
নমামি মাদক শ্রেষ্ঠ ইষ্ট অগ্রে পূজিতং ॥

পূজা পর্ব্বে শাক্ত সর্ব্বে চতুর্ব্বর্গ দায়কং,
ভুক্ত মাত্র কর্দ্দমাক্ত নর্দ্দমাগ্রে শায়িনং,
দাঙ্গা রঙ্গে রক্ত গঙ্গে যেন নষ্টং শঙ্কিতং,
নমামি মাদক শ্রেষ্ঠ ইষ্ট অগ্রে পূজিতং ॥

সত্য ধর্ম্ম নিত্য কর্ম্ম চক্ষু চর্ম্ম হারকং,
বেশ্যা সঙ্গে দুষ্প্রসঙ্গে বিশ্ব নিঃস্ব কারকং,
শনি রাত্রে ভক্ত মাত্রে পূর্ণ পাত্রে সেবিতং,
নমামি মাদক শ্রেষ্ঠ ইষ্ট অগ্রে পূজিতং ॥

মুরগী হংস ডিম্ব মাংস সঙ্গে বঙ্গে ভক্ষিতং,
যক্ষ্মা বক্ষ্য শূল যকৃতাদি লক্ষিতং,
যদকালে কালসঙ্গপ্রাপনায় সজ্জিতং,
নমামি মাদক শ্রেষ্ঠ ইষ্ট অগ্রে পূজিতং ॥

লণ্ডনস্থ ষণ্ড ভক্ষ্য রাক্ষসেন আনীতং,
হিন্দুবংশধ্বংশ জন্য ত্বংহি খড়্গ শাণিতং,
অকাল কুষ্মাণ্ড তুণ্ডে যশো যস্য বর্দ্ধিতং,
নমামি মাদক শ্রেষ্ঠ ইষ্ট অগ্রে পূজিতং ॥

মাদকাদ্য মদ্য নাম পদ্যচ্ছন্দে বর্ণিতং,
আদ্য গ্রন্থ তন্ত্রে তস্য সুরা নাম নির্ণীতং,
ন জানে তত্ত্ব মাহাত্ম্য বর্ণনায় বাঞ্ছিতং,
নমামি মাদক শ্রেষ্ঠ ইষ্ট অগ্রে পূজিতং ॥

অনন্তর কলিরাজ স্বকীয় শাসনভূমির অন্তর্গত ভারতের প্রতি অবলোকন করতঃ, প্রথমতঃ পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বঙ্গস্থ অধিকাংশ লোকেরই আচার ব্যবহার রীতি নীতি ও ধর্ম্ম কর্ম্ম সমস্ত পর্য্যালোচনা দ্বারা আপনাকে কৃতকার্য্য ও কৃতার্থ বোধে, তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ ধন্যবাদ দিয়া অপর দিক্‌দ্বয়স্থ অন্‌সিভিলাইজ্‌ড বঙ্গবাসীর প্রতি, কটাক্ষ দৃষ্টে ও আক্ষেপ সহকারে কহিতে লাগিলেন ; হায় ! তোমরা আমার প্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠানে যত্নবান্ না হইয়া বরং অশেষ প্রকারে বিরুদ্ধাচরণ করিতেছ। তোমরা অদ্যাপি বিগত যুগত্রয়ের মর্ম্মানুসারে কঠোর যজ্ঞ ব্রতাদিতে শ্রদ্ধান্বিত হইয়া পূর্ব্বাচার্য্যগণপ্রণীত শাস্ত্রাদির নিয়োগানুসারে ধর্ম্ম কর্ম্ম আচার ব্যবহার রীতি নীতি ও আহারাদির ব্যবস্থা বজায় রাখিয়া পদে পদে আমার অবমাননা করিতেছ কেন ? তোমরা কি জান না যে আমি আমার অধিকারের উন্মুখ অবস্থাতেই স্বীয় অধিকৃত মানবগণকে যে নিয়মটী প্রতিপালন করাইব বলিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ আছি এবং যাহা অত্র কাল প্রকৃতিক মনুষ্যমাত্রেরই পরিণাম ফল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা কি তোমাদের দ্বারা ব্যর্থ হইবে ? যথা—

অন্নানাং নিয়মো নাস্তি যোনীনাঞ্চ বিশেষতঃ।
সর্ব্বে ব্রহ্ম বদিষ্যন্তি সম্প্রাপ্তে তু কলৌ যুগে॥
নানুগচ্ছন্তি মৈত্রেয় শিশ্নোদরপরায়ণাঃ।
বেদবাদরতাঃ শূদ্রা বিপ্রা যবনসেবিনঃ।
ম্লেচ্ছোচ্ছিষ্টান্নভোক্তারঃ সর্ব্বে ম্লেচ্ছাঃ কলৌ যুগে॥

দেখ আমি তত্রাচ তোমাদিগকে পূর্ব্বোক্ত প্রকার জ্ঞান

প্রেজুডিজ্ হইতে, অপসারিত করিবার মানসে অগ্রেই আমার প্রিয় সহচর সুরাকে পাঠাইয়াছিলাম। যাহার মহিমাবলে অনেকানেক বিদ্যাবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিরাও ক্রমে ক্রমে পিত্রালয়ের প্রতি প্রতিকূলতাচরণ পূর্ব্বক, অর্থাৎ সর্ব্বস্বান্ত হইবার বাসনায় সদ্যঃ সুখপ্রদ মাতুলমহাশয়ের আনুগত্য স্বীকার করে এবং সর্ব্বাপেক্ষা ক্রমতীয় ও সুদুর্লভ জীবন রত্নের মমতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অতি অকালে দেবাদিদেব মহাদেবের মোহনমুরলীতে ফুৎকার প্রদান করিতে বাধ্য হয়।

মনে কর যাহার এরূপ মোহিনী শক্তি, তৎকর্ত্তৃক হিতাহিত বুদ্ধিভ্রংশ হইয়া, লোক সকল ঐ আমোদেই উন্মত্ত হয় এবং উহার আনুসঙ্গিক মাংস ও অপরাপর খাদ্যাদি প্রণয় পরতন্ত্র হইয়া যার তার সঙ্গে চলিতে চলিতে ক্রমশঃ তাহারা যে ম্লেচ্ছাচারে পরিণত হয়, সে কথা আর বলা বাহুল্য। সুতরাং ঐ সামিলে তাহারা জাতিবিচার সম্বন্ধে লক্ষ্য শূন্য হইতে থাকে এবং ধর্ম্মের বন্ধন শিথিল হইয়া পড়ে। তখন তদ্দেশীয় লোক সকলের পুত্র পৌত্রাদিক্রমে, ঐরূপ ম্লেচ্ছাচারের সংস্রব পিতা পিতামহ বা বন্ধুবর্গের দেখা দেখি চলিতে লাগিল। অতএব বিবেচনা করিয়া দেখ, যখন একমাত্র সুরাই আর্য্য জাতির মধ্যে ম্লেচ্ছাচার ঘটাইয়া আর্য্য ভাব দূষিত করিতে ক্ষমতাবান্ হইল, তখন সুরাকেই সর্ব্বপ্রকার স্বেচ্ছাচারেরও মূলীভূত কারণ বলিবার বাধা কি? এখন বলিতে পারি উহারই মহিমাবলে, স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তিগণ আপন আপন বিদ্যাবুদ্ধির উৎকর্ষতা প্রদর্শন

এবং স্বদেশে স্ব স্ব প্রাধান্য সংস্থাপন জন্য সুদুর্ল্লভ মানব-জন্মের সারভূত পরম পবিত্র আর্য্য ধর্ম্মের মর্ম্ম গ্রহণে অসমর্থ হইয়া অপদার্থ বোধে তাহার উচ্ছেদ সাধনানন্তর কলি-কল্পিত নবাবিষ্কৃত যাবনিক ভাবঘটিত জনতামাত্রকে ধর্ম্ম-বোধে তাহার অনুসরণ ক্রমে স্ব স্ব দেবীগণের সহিত লজ্জা দেবীকে লজ্জিত করতঃ, শ্রীযুত স্বাধীনতার বশবর্ত্তী হইয়া অকুণ্ঠিতচিত্তে বিনানুরোধে ও বিনা কায়দায় সুস্থ শরীরে ও হুঁশ বাহালে কি নির্জ্জনে কি জনসমাজে কি স্বকীয় কি পরকীয়, নর নারী একত্রে সতত সমাধিস্থ থাকিয়া অপূর্ব্ব স্বর্গীয় ভাব প্রতীয়মান করেন। কখন কখন ঐ সমাধি-সমুদ্রে নানা প্রকার উপসর্গসূচক বিকার উত্থিত হয়; এবং তাহা আবার অপক্ষপাতী সংবাদপত্ররূপ মন্থনদণ্ড দ্বারা বারম্বার আলোড়িত হইলে তবে ক্ষান্ত পায়। এবম্বিধ গতিকে তাহারা সমাজকে বিবিধ উপায়ে কলুষিত করত. উপহাসাস্পদ পর্য্যায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ মধ্যে পরিগণিত হইতে হইবে, ইহা স্বীকার করিয়াও এক একটী চিরপ্রতিষ্ঠ লোক হইবার চেষ্টায় আছেন।

পুনঃ পুনঃ এইরূপ দৃষ্টান্ত দিয়া কলি পুনর্ব্বার সক্রোধে বলিতে আরম্ভ করিলেন। ধিক্ অতঃপর উত্তর পশ্চিম বঙ্গবাসীদিগকে ধিক্; তোমাদের কি চক্ষু নাই তোমরা কি লেখা পড়া শিখ নাই? তোমরা কি চেষ্টা করিলে ঐ রূপ ভ্রষ্টাচার অবলম্বন দ্বারা আর্য্য ধর্ম্মের উচ্ছেদ সাধন করত আমাকে আমার পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞার ফল প্রদান করিতে পারিতে না? অবশ্যই পারিতে; তবে তোমাদের প্রথমা-

বস্থায় প্রিয়তম সুরাকে বিশেষ রূপে আশ্রয় না দেওয়াতে, ঐ কার্য্যের বুনিয়াদে দোষ পড়িয়া গিয়াছে; নচেৎ তোমাদের মধ্যেও কোন কোন মহাত্মা, ঐ রূপ ভাবে কর্ত্তাভজা প্রভৃতি ধর্ম্মান্তরের আবিষ্কার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বুনিয়াদে পূর্ব্বোক্ত দোষ থাকা জন্য তাঁহারা ধর্ম্মের ধাড়ি মারিতে সক্ষম হন নাই, অর্থাৎ উহা তাঁহাদের স্ব স্ব ধর্ম্মোক্ত দেবতাকে বজায় রাখিয়া প্রকারান্তর ভজনা করা হইয়াছিল মাত্র। একারণ উহা আমার মন্তব্য সিদ্ধির সদুপায় নহে, অতঃপর তোমাদেরও বুনিয়াদ শুদ্ধ করণার্থে আমি যাহা বলি তদনুসারে কার্য্য করিতে যত্নবান্ হও; সুদু কথায় বলি না তন্ত্রে প্রমাণ আছে—

পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা পতন্তি ধরণীতলে।
উত্থায় চ পুনঃ পীত্বা তে যান্তি পরমাং গতিং॥

এস যাও ঢাল খাও, কেন চারি দিকে চাও,
যদি চাও স্বকীয় কুশলে।
আর কারে ডর বন্ধু, সন্তরিয়া সুরা সিন্ধু,
পার হও নিজ ভুজ বলে॥
বাঁহাতে বোতল ধরি, ঢালিয়া গেলাশ ভরি,
দক্ষিণ করেতে কর পান।
দুচারি ডোষের পরে, শোক দুঃখ যাবে দূরে,
পাবে সুখ সর্গের সোপান॥
নাহি সে নিষেধ আর, পূর্ব্ব দিক্ পরিষ্কার,
ঐ দেখ হইয়াছে কত।

দেখ দেখি দিক ত্রয়, আনন্দে আলোক ময়,
হইয়া আসিছে ক্রমাগত ॥
এমন সুখের দিন, পেয়ে না হইও হীন,
না থাকে ঋণের চেষ্টা দেখ।
আগে দাও চেন ঘড়ি, ফুরাইলে ঘরবাড়ী,
অবশেষ হ্যাণ্ড নোট লেখ ॥
ওঠ পড় লোঠ মজা, উড়াও নামের ধ্বজা,
ব্রহ্মাণ্ডে বাজাও জয়ঢাক।
ব্রাণ্ডী পীয়ে রেণ্ডী যোগে, কাটাও সুখ সম্ভোগে,
তালে না পড়িতে পায় ফাক্ ॥
যদি না কুলায় কড়ি, দাসত্ব করিয়া শুঁড়ি,
বাধিত রাখিতে চেষ্টা পাবে।
শেষে সুমন্ত্রণা মোর, আগে না হইয়ে চোর,
ভিক্ষা মাগি কিছু দিন খাবে ॥
যখন দেখিবে আর, টাকা বিনা ট্যাকা ভার,
অসুসার ঘটিয়াছে ভারি।
আদালতে দিয়া সাক্ষ, ফাঁসাইবে এক পক্ষ,
তবে হবে নামের জাহিরী ॥
কিম্বা ঘর লয়ে খালি, পাতিয়া কষাই কালী,
দোচখো ছাগল বলি দিবে।
পাঁটা পাঁটী খোজা খাসি, ভেড়া ভেড়ী রাশি রাশি
দিবা নিশি বাজারে বেচিবে ॥
রোজ্গার হইবে যত, তারে বলি স্বোপার্জ্জিত,
সেই ধন সঞ্চিত রহিবে।

দেখিয়ে পুণ্যের সৃষ্টি, ঘুচিবে শনির দৃষ্টি,
মৃত কুঞ্জ পুনঃ মুঞ্জরিবে ॥
শেষে সেকার্য্য তুলিয়ে, বিলাতে ইণ্ডেণ্ট দিয়ে,
মাসে মাসে আনাইবে জুতা ।
বেচিবে বাজার দরে, সবে লবে সমাদরে,
তবে রংে সদরে সভ্যতা ॥
ক্রমশঃ কিনিবে ঘড়ি, রাখিবে সখের দাড়ি,
চক্ চকে চশ্‌মা চোখেতে ।
কিছু দিন এই সাজে, নবীন সভ্য সমাজে,
কাটাইবে পরম সুখেতে ॥
কর বিবাহ যদি বা, বিজাতি কিম্বা বিধবা,
সভাস্থ সমস্ত সাক্ষ করি ।
তাতে হবে সুতোৎপত্তি, পিতৃ পিণ্ডে যে আপত্তি,
ঘুচে শীঘ্র হবে স্বেচ্ছাচারী ॥
পরে যত হবে সভ্য, আধুনিক কত নব্য,
বিধাতার ভবিতব্য ক্রমে ।
সেই দলে দেবে যোগ, পেয়ে মোটা মুষ্টিযোগ,
ক্ষুণ্ণ রোগ সারিবে সম্ভ্রমে ॥
আসলে হইবে খাস্ত, নকলে জবর্ দস্ত,
কলির মনস্থ কথা জানি ।
তাহার পূরণ জন্য, পূর্ব্ব বঙ্গে অবতীর্ণ,
হয়েছেন কত গুণমণি ॥
অগ্রগামী সব কাযে, হবে তারা কাযে কাযে,
যে হেতু লাজের গন্ধহীন ।

অগুরু সঙ্গেতে পঙ্ক, ঢাকিবে পূর্ব্ব কলঙ্ক,
পঙ্কজ গৌরবে দিন দিন ॥
উড়িবে নূতন ফ্ল্যাগ্, প্রণয়িনী ওল্ড হ্যাগ্,
শোভিত হইবে বাম ভাগে।
খৃষ্টানের হাত ফেরা, শ্যামী বামী রামী তারা,
তারা সব মাতিবে সোহাগে ॥
শিক্ষিতা হইলে আরো, পড়ে যাবে পোহা বারো,
বিবাহ হইবে ধুমধামে।
বিবাহ বিহিত মন্ত্র, রচিত হবে স্বতন্ত্র,
থাকিবে সাবেক মন্ত্র বামে ॥
যুবতী সতী সগর্ভা, কিম্বা গর্ভপতিতং বা,
ইত্যাদীয় মন্ত্রাদি পড়িয়ে।
হবে কন্যা সম্প্রদান, পুনরপি গর্ভাধান,
করিতে হবে না কষ্ট পেয়ে ॥
বাজিবে নূতন ঢোল, সভ্যতার গণ্ডগোল,
পরস্পর প্রাধান্য লইয়া।
কেহ চৈতন্য অভাবে, চৈতন্য হইতে চাবে,
অচিরে সচীরে কান্দাইয়া ॥
একেবারে দিব্যজ্ঞানী, ধর্ম্ম ধ'রে টানাটানি,
ভণ্ড ভাবে কর্ম্ম কাণ্ড ছাড়্বে।
পীরের দর্গায় মেকী, কামারে ইস্পাত ফাঁকি,
গুরু পুরুতের দফা সার্‌বে ॥
সাবেক্ ডিউটী দেবে তুলে, দেবে না ভজিবে ভুলে,
স্কুলে ভুল এসে যখন জুটবে।

কাশী মক্কা দুদিক্ যাবে, মাঝে পড়ে ওয়াক্কা পাবে,
তবে বোকার ধোঁকা নেসা ছুটবে ॥

এবম্বিধ তর্জ্জন গর্জ্জনের সহিত সমস্ত সদুপদেশপূর্ণ বক্তৃতার পাটী শেষ হইতে না হইতেই তত্রস্থ কোন পর্য্যটনশীল বৈরাগ্যযুক্ত বহুদর্শী পুরুষ, উদারতার বশবর্ত্তী হইয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন। কেন? এদেশ কি একেবারে সভ্যতার সোপানে পদার্পণ করিতে অনিচ্ছুক? তা নয়; তবে স্থান বিশেষে রকমের অপ্রতুলে সব রং ঠিক ফলে না সুতরাং ফাকা ফাকা দেখায়। আচ্ছা অবধান করুন্ আমি এদেশের কতক গুলি মজার মজার কাহিনী বলি আপনি তারি মধ্যে, যেখানে যেটী রকমারি গোছ বুঝিবেন সঙ্কলন করিয়া দেখিলেই জানিতে পারিবেন যে এ বনে বাঘ আছে কি না।

ইনি কলির সমক্ষে যে যে বিষয় বক্তৃতা করিবেন, তদ্বিষয়ে গৌরচন্দ্রিমাটী শেষ করিয়াই অমনি ঝুলি হইতে আফিমের কৌটা বহিষ্কৃত করিয়া প্রকাণ্ড শালগ্রাম সদৃশ এক পিণ্ড উদরস্থ করিলেন; তদ্দৃষ্টে কলি অতুল আনন্দ সহকারে বলিলেন; বেশ্ বেশ্ সন্যাসী ভায়া তুমি এই যে শালগ্রাম সেবা করিয়া থাক ইহার ধ্যান কি তা জানত?।

বৈরাগী উবাচ।

গললগ্নকৃতবাসে বদ্ধাঞ্জলি পূর্ব্বক।

প্রবল প্রচণ্ডং অহিফেন খণ্ডং বাধিত ব্রহ্মাণ্ডং তব ঋণে।
বিষম বিষাক্তং বিস্বাদ তিক্তং মাত্রাতিরিক্তং প্রতিদিনে॥

লোহিত কৃষ্ণং বর্ণ বিশিষ্টং কুরুক্কুপাদৃষ্টং যে অধীনে।
নিয়মিত সেব্যং হয় তার গব্যং বিহীনে গন্তব্যং যমাধীনে॥
সতত পবিত্রং তবু কি বিচিত্রং কর হরনেত্রং নিজ গুণে।
রমণীয় রঙ্গং রমণপ্রসঙ্গং কভু তাল ভঙ্গং দেখে শুনে॥
দ্বিনবতি বর্ষং বয়সে বিমর্ষং বিনাশিয়া হর্ষং বিতরণে।
ত্রিজগতে অন্যং নাহি তোমা ভিন্নং চাবিদিক শূন্যং অসেবনে॥

কলি বৈরাগীর নিকট হইতে অহিফেনের ধ্যান শুনিয়া, ইহার মর্ম্মগ্রহণানন্তর বিবেচনা করিলেন, ইনি যখন এপক্ষে এরূপ সারগ্রাহী ব্যক্তি তখন ইহার নিকট আমার শ্রোতব্য বিষয় অবশ্যই আছে। এই ভাবিয়া উহাকে বক্তৃতা করিতে আদেশ দিলেন, তদনুসারে বৈরাগীও পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন।

জীবনরূপিণী জগন্মাতা ভাগীরথীর পশ্চিমকূলে ভবশঙ্কর নামে এক ব্রাহ্মণের বসতি, উপাধি চট্টোপাধ্যায়, তিনি নম্রতা ও সৌজন্য গুণের এক মাত্র আধার, এবং ভাগ্যবান্, ধনবান্, রূপবান্, বিদ্যাবান্, ও কৃপাবান্, এই পঞ্চবানে বিভূষিত তবে কি দ্বিতীয় কন্দর্প? তাও নয়, তাহাতে দর্পের লেশ মাত্রও নাই। তিনি "স্বনামপুরুষোধন্য," "কীর্ত্তির্যস্য সজীবতি" ইত্যাদীয় মন্ত্রে দীক্ষিত, তাঁহার যশোরাশি অল্পকালের মধ্যেই তৎপ্রদেশ পরিপূরিত করিল, এমন কি ক্রমশঃ উচ্ছলিত হইয়া বর্ষানীরসম্মিলনে নহর বহিয়া ভাগীরথীতে পড়িল, তাহাতেও পর্য্যাপ্ত হইল না দেখিয়া জননী তরঙ্গিণী রূপে অদ্যাপি আসমুদ্র সঞ্চালন করিতেছেন

ভবশঙ্কর বাবু সুদ্ধু বাবু; রাজা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না,

এক্ষণে বাবু বলিয়াই বলি ; তিনি একটী প্রকৃত জমিদার, কিন্তু সেটী এস্থলে উল্লেখ যোগ্য নহে, যেহেতু সর্ব্বোতো-ভাবে যশোভাজন বলিয়াছি। জমিদার বলিতে গেলে যশো-ভাজন শব্দের বামাঙ্গবর্ত্তিনী অপ নাম্নী উপসর্গটী কদাচ পরিত্যক্ত নহে, ইহা স্থির সিদ্ধান্ত। বাবুর দুই পুত্র, সুরেন্দ্র ও নরেন্দ্র, একটী কন্যার, নাম মনোরমা, জ্যেষ্ঠ পুত্রের বয়ঃক্রম আট বৎসর, কনিষ্ঠের ছয় বৎসর ; কন্যাটী সপ্তদশবর্ষীয়া ও বিবাহিতা, বাবু পুত্রদ্বয়কে ভাল রূপ লেখা পড়া শিখাইতে বিশেষ যত্নবান্, গ্রামে একটী গুরু মহাশয় থাকেন, কায়স্থ, ( পুরুষানুক্রমেই কায়স্থ, ) তাঁর পিতা পিতামহ গুরুমহাশয়-গিরি করিয়া কাটাইয়া গিয়াছেন বলিয়া তিনিও সেই পথটী অবলম্বন করিয়া চক্ষু মুদিয়া চলিতেছেন মাত্র। পুঁজির মধ্যে পৈত্রিক পাকা বেত গাছটী, তদ্দ্বারা ছাত্রগণকে শিক্ষাদান ঘণ্টায় ঘণ্টায় আপাদমস্তক। ভবশঙ্কর বাবু কুমারদ্বয়কে সেই পাঠশালায় দিয়াছিলেন, তাহাতে উন্নতির মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে তামাক ছিলিমটী এমনি সাবধানে লইয়া যাইতে শিখিল যে পেশাদার গয়েন্দা গঞ্জিতা স্ত্রীলোকেরাও তাহা লক্ষ্য করিতে পারিত না। এমতে সুরেন্দ্র ও নরেন্দ্র গুরুমহাশয়ের প্রহারের ভয়ে প্রত্যহ যথানিয়মে পাঠশালায় যায় এবং ছুটী হইলে তাড়ি মোচ বগলে গৌরবর্ণ শিশুদ্বয় মসি সংলগ্ন বদনে যেন কৃষ্ণগোকুল পক্ষীর ন্যায় সুশোভিত হইয়া আইসে।

এক দিন পথে আসিতে আসিতে কলম কাড়াকাড়ি সূত্রে নরেন্দ্র সুরেন্দ্র কর্তৃক আঘাতিত হইয়া কান্দিতে কান্দিতে বাটী পৌছিল। বালকদিগের স্বভাব আছে, যে অগ্রে

গিয়া জননীর নিকট আপন দোষ খণ্ডাইতে পারে সেই জয়ী, তজ্জন্য উভয়েই ব্যস্ত সমস্ত হইয়া মা মা শব্দে অতিবেগে গৃহ মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক বিছানার দিকে দৃষ্টিপাত মাত্র নিস্তব্দ; কিন্তু সঘনে জোরে জোরে নিঃশ্বাস বহিতে লাগিল।

দেখিল, পিতা পর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়া আছেন, মধ্যে মধ্যে আঃ উঃ প্রভৃতি যন্ত্রণাসূচক শব্দ করিতেছেন এবং ডাক্তার কবিরাজ আত্মীয় বন্ধুবর্গাদিতে পরিবেষ্টিত কেহ কহিতেছেন ওটা গরমে হইয়াছে, কেহ বা ও কিছু নয় আজিকার দিনটা লঙ্ঘন দিলেই সেরে যাবে, এবম্বিধ বড় লোকের মাথা ধরিলে সাধারণতঃ আনুসঙ্গিকগণেরও যে রূপ নাড়ী ছাড়িয়া থাকে তদ্রূপ বাবুর ব্যারামেও ব্যবস্থাপকগণ যেন তদপেক্ষা ব্যথিত ছিলেন। হতেই পারে, পীড়াটাও অতি কঠিন বলিতে হইবে, কারণ আয়ের অতিরিক্ত ব্যয়, অর্থাৎ ঘটনা ক্রমে সে দিবস একটু অপরাহ্লে আহার করাতে বেশীর ভাগ বারেক দুবার বহির্দ্দেশে গমন করিতে হইয়াছিল; বোধ হয় তন্মধ্যে তরলাংশও লক্ষিত হইয়া থাকিবে, এবং তাহার সংশোধন সূচক ইংরাজী ঔষধের ডোষের মাত্রাবৃদ্ধিজনিত যাতনা টুকুও তখন দৈহিক রক্তের সঙ্গে কার্য্য করিতেছিল; তাহা তেও একটু এলো মেলো ভাব দৃষ্ট হইতেছিল। সুরেন্দ্র ও নরেন্দ্র তৎসমুদয় দেখিয়া শুনিয়া বিষমবিস্ময়াবিষ্ট হইয়া এক দৃষ্টে সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিল এবং ভাবি একটা বিপদ অনুভব করিয়া নরেন্দ্র একবার জ্যেষ্ঠের মুখ পানে তাকাইল এবং দেখিল তাহার নেত্র যুগল হইতে অনবরত অশ্রুধারা বিগলিত হইতেছে, তদ্দর্শনে নরেন্দ্র এক

বার ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল নিকটে মা নাই; অমনি সহসা চীৎকার ধ্বনিতে রোদন করিয়া উঠিল। কর্ত্তা বাবু মুদিতনেত্রে ছিলেন ; একেত বঙ্গস্থ স্থূলাঙ্গ বিশিষ্ট বড় লোক মাত্রেই স্বভাবতঃ মুদিতাক্ষ থাকিয়া সর্ব্বদাই স্বর্গসুখ অনুভব করেন, আহা ! সে সকল সকরুণ নয়নগুলি সতত উন্মীলিত থাকিলে কি বঙ্গের এরূপ দশা ঘটিত ? আবার এক এক বার মনে করি সেটা মঙ্গলের লক্ষণ। বাছারা ঘুমিয়েছে না পাড়া জুড়িয়েছে, দুই একটা মহাপুরুষের তীব্র দৃষ্টিতেই প্রায় একেবারে দেশ ছারে খারে যাবার জোগাড় উঠেছে। দূর কর ছাই, কেনই বা এত বাজে বকা বকে মরি। হা, কর্ত্তা বাবুর তাতে পীড়িত অবস্থা, তাঁর মুদিত নেত্রে থাকিবার অনেক সম্ভাবনা বটে; কারণ নিদান শাস্ত্রে প্রমাণ আছে চক্ষু মুদিয়া থাকিলে যন্ত্রণার অনেক হ্রাস হয়, সেই হেতু নিদানে সকলকেই চক্ষু মুদিতে হয়; এটী প্রত্যক্ষ দেখ, ভবযন্ত্রণা চট্ নিবারণ। ভবশঙ্কর বাবু একে "আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ," তাতে আবার কনিষ্ঠের প্রতি স্নেহাধিক্য প্রযুক্ত তাহার রোদন ধ্বনিতে বজ্রাধিক আঘাতিত হইয়া চক্ষু চাহিতে চাহিতে একবার উঠিয়া বসিলেন, এবং পুত্রের প্রতি বাৎসল্যসূচক সম্বোদর পূর্ব্বক নিকটে ডাকিলেন। নরেন্দ্রও ধীরে ধীরে সরিয়া নিকটস্থ হইতেছে ইত্যবসরে সুরেন্দ্র কি মনে করিয়া বাহিরে পলায়ন করিল। বাবু নরেন্দ্রকে ধরিয়া তাহার অশ্রু মোচন করিয়া জিজ্ঞাসিলেন। নরেন্, কেন কান্দিতেছ বাবা? নরেন্দ্র প্রথমতঃ কোন উত্তর না দিয়া অধোবদনে রহিল, পরে পিতা কর্ত্তৃক বারম্বার জিজ্ঞাসিত হইয়া তাহার পূর্ব্ব অভি-

যোগ মনে পড়িল এবং আনুপূর্ব্বিক বলিল। বাবু তাহাতে সুরেন্দ্রের প্রতি একটু কৃত্রিম রোষ প্রকাশ করতঃ কহিলেন হাঁ আচ্ছা, মজা দেখাচ্ছি। শুনিয়া নরেন্দ্র একটু হাসিল, সব মিটিয়া গেল। বাবু পূর্ব্বমত শয়ন করিলেন, নরেন্দ্র কাছে বসিয়া নাক্‌টী কাণ্‌টী হাত্‌টী নাড়া চাড়া করিতে লাগিল, এবং কিয়ৎক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিল আচ্ছা বাবা আজ তুমি এত নিঃঝুম হয়ে শুয়ে রয়েছো কেন? বাবু কহিলেন নরেন্ বাবা আজ আমার বড় পেট নামিয়েছে।

নরেন্। তবে তুমি ওষুদ খাও নাই কেন?

বাবু। কি ওষুদ খাব বল্ দেখি শুনি?

নরেন্। যদি তুমি চারি কড়া কড়ি বেটে খাও তাহলে তো আর নামে না।

বাবু। কে বলেছে নামে না।

নরেন্। কেন গুরু মহাশয় রোজই তো আমাদের পড়াবার সময় বলেন চারি কড়ায় নামে না।

কথাটী শেষ হইতে না হইতেই পুরো মজ্‌লিশ হোঃ হোঃ শব্দে হাসিয়া উঠিল তন্মধ্যে জনেক হাসিটা একটু সম্বরণ করিয়া বলিলেন অমৃতং বালভাষিতং।

এদিকে এই পর্য্যন্ত শেষ করিয়া আমি কাযেই বলিতে বাধ্য হইতেছি বাবুকে এই যে পীড়াটী উপলক্ষ করিয়া ডাক্তারি চিকিৎসার সঙ্কল্পের সহিত মহা কারুণিক যজ্ঞে আহুতি চলিতে সুরু হইল, তাহাতে ডাক্তার বাবু ও তাহার আনুষঙ্গিক হোতাচার্য্যগণ শীঘ্র শীঘ্র পূর্ণাহুতি দিবার বিধায়ে বিশেষ সচেষ্ট রহিলেন। ফল কথা মধ্যে মধ্যে ডোষের মাত্রা

নির্ণয় করণার্থ, ডাক্তারের গতায়াতেরও মাত্রা বৃদ্ধি হইয়া পড়িল, সুতরাং তিনি (একবারকার রোগী আরবারকার চিকিৎসক) অল্পদিনের মধ্যেই স্বীয় চিকিৎসকের পদাভিষিক্ত হওয়াতে আরও দুইটী অতিরিক্ত পদ প্রাপ্ত হইলেন।

তবে কি প্রকৃত চতুষ্পদ পশু হইলেন তা নয়, সে পক্ষে বরঞ্চ পশুত্ব খণ্ডন হইল বলা যাইতে পারে, অর্থাৎ একটী পরিচয়যোগ্য মাতাল হইলেন। এবং তদনুযায়িক ব্যাপারটী সুচারুরূপ সমাধানার্থ যে সকল উপকরণ আবশ্যক তাহা সত্বর সংগ্রহ পূর্ব্বক বৈঠকখানার একটী নূতন শোভা সম্পাদন করিলেন। তখন বাবুর নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া কলাপ সমস্তই ঐ সঙ্কল্পিত মহা যজ্ঞে পর্য্যবসিত হইয়া গেল। প্রত্যহ যামিনীযোগে সহচর সম্প্রদায়ের কোলাহলে প্রাসাদ পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। এক দিন প্রাতঃকালে ভবশঙ্কর বাবু শয্যা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বৈঠক খানায় আসিয়া মাত্র গুড়ুক তামাকটী টানিতে সুরু করিয়াছেন এমত সময় ডাক্তার বাবু, তৎপশ্চাতে মোসাহেব মেয়ারাও এক একটী করিয়া বাটী প্রবেশ পূর্ব্বক কহিতেছেন ইশ্ তাইত, আজ যে বাবুর বড় প্রত্যুষেই ঘুম ভেঙ্গেছে দেখ্‌ছি? হাঁঃ তার মধ্যে রাত্রিটাও বড় বিপর্য্যয়।

বাবু। এতই কি বিপর্য্যয় রাত্রি?

মোসাহেব। আজ্ঞে তা বটে গত বৎসর চেয়ে এবার ঢের ছোট, প্রায় অর্দ্ধেক বল্লেই হয়, আর বছর এমন দিনে রাত্রি আর পোহায় না।

বাবু। এবারকার বর্ষাটা কিছু কম গেছে নয়?

মো। গেছে কৈ, আমরা তো জানি এখন আসে নাই, এবার শীতকালটা মাঝ খানেই পড়ে গেছে।

বাবু। আঃ, বর্ষা কমই কি এমন গেছে ?

মো। আজ্ঞে তা বৈ কি, ওকে কি আর কম বলে, তবে ঘর দোর গুলো নেহাৎ ডোবে নাই।

বাবু। ইদানীং জলটার অনেক রং ফিরেছে নয় ?

মো। আজ্ঞে সে কথায় কায কি, যেটা হোল দে ছিল সেটা বেগ্নী হোয়ে গেছে। আবার এক একটা পুকুরে পাঁচ সাত রকম জল দেখা যায় !

বাবু। আঃ তাও কি হোয়ে থাকেছে বাপু ?

মো। আজ্ঞে তা কেন হবে যে জল সে জলই আছে তবে বাজে জল গুলোর কথা বল্ছি।

বাবু। আজ কাল্ হিমে বড় ব্যামো দেয় নয় ?

মো। দেখুন্ সে কথা আর বল্ছেন কি কলেরা দেশেও মানুষকে ফেরান যায় কিন্তু ওতে আর মা বল্তে দেয়না, সেদিন গুটি কতক রাখাল ছেলে মিনিট কয়েক হিমে ছিল শেষে আর ডাক্তার ডাকতে তর সইল না।

বাবু। ওহে নারিকেল টা বড় সুমিষ্ট ফল কেমন ?

মো। তাতো হবেই মহাশয় তার কাটী গুলো আবার ততোধিক।

বাবু। তবে কি তোমরা খেংরা খাও নাকি

মো। আজ্ঞে আপনার হাতের খেংরা অন্য লোকের হাতের একসা নম্বর ওয়ান্ দুই তুল্য মূল্য, তবে আর না নাই

কোন লজ্জায় বলি, বিশেষতঃ এই মোসাহেব পদাভি-
ষিক্ত নরোত্তমগণের বাকি থাকে কোন্ কায তা
জানি না।

ইতি পূর্ব্বে ঐ মোসাহেব মহোদয়গণের সমাগমসময়ে, হট্টেশ্বর চট্টোপাধ্যায় ওরফে হটু চাটুর্য্যে নামক এক ব্যক্তিও আসিয়াছিল, কিন্তু সে বাবু ও মোসাহেবগণের কথোপকথন সময়ে বাবুর চরিত্র বিষয়ে সন্দিহান হইয়া তাহার সীমা লক্ষ করিয়া নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়াছিল পরে উঁহাদের বাক্যাবসানে, সে একটী দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত হুঙ্কার ধ্বনি পূর্ব্বক বলিয়া উঠিল; এইসে এত দিনে বাবুটীও আমাদের প্রকৃত একটী নিরেট বড় লোকের পর্য্যায়ভুক্ত মনুষ্য হইয়া বসিয়াছেন; বেশ্ বেশ্ এইতো চাই এমন নইলে মানাবে কেন। যাহোক্ মহাশয় নমস্কার। জন্ম জন্মান্তরে এই রূপ ভিক্ষোপজীবী হইয়া কালযাপন করি। পরম মঙ্গল, কিন্তু যেন কোন জন্মে বিধাতা ভুল ক্রমেও বড় মানুষের লিষ্টীর ভিতর নামটী উদ্ধৃত করিয়া না দেন গুরুদেবের কাছে আমার এই প্রার্থনা। এই কথা শুনিয়া বাবুতো অবাক্ অন্যান্য মোসাহেবেরাও একেবারে তেলে বেগুণে জ্বলে উঠ্লেন আস্ফালন দেখে কে, সে এক ভঙ্গিমাই স্বতন্ত্র, এই মারেতো এই মারে, তন্মধ্যে জনেক তীক্ষ্ণ কটাক্ষ সহ দন্ত কিড়ি মিড়ি করিয়া বলিল, ওঃ বেটা কি আমার সুরাগ ভাজন তো বেটা কেত ছাড়ছিনা, ভেঙ্গে চুরে বল্‌তে হোচ্চে, বড় মানুষেরা কি নিন্দের কায কোরে থাকে। তখন হটুও মাত্র সাহসের উপর নির্ভর করিয়া উত্তর করিলেন, বল্‌তে নাপারি এমত নয় কিন্তু বল্

বোনা বলিলে উভয় পক্ষেরই হানি। দ্বিতীয়তঃ আপনাদের মত অনেকেরই অন্নে ধূলো দেওয়া হয়, আপনারা একথায় রাগ কোচ্ছেন বটে কিন্তু চারি দিকে চেয়ে দেখুন কত মহা পুরুষ ঐ পথটী দিনে দিনে উজ্জ্বল করে তুল্‌ছেন। তখন বাবু স্বয়ং জিজ্ঞাসা করিলেন কোন্ পথটী বাপু ?

হটু। কেন, স্বশরীরে সর্গে যাবার বিপরীত পথটী।

বাবু। কেউকি গিয়েছে বল্‌তে পার ?

হটু। আজ্ঞে নাগেলে গুলজার কথাটা উঠ্‌লো কোথা থেকে ?

বাবু। কৈ একটা নাম কর দেখি।

হটু। নামের কি আবশ্যক দেখ্‌তে পেলে কেউ শুন্‌তে চায় ? চলুন আমার সঙ্গে কত কত বড় বাড়িতে প্রত্যক্ষ য়্যাক্ট দেখাইগে যিনি যিনি য়্যাকটার তাঁদের এক টারও নাম গ্রহণ এপ্রাতঃ কালে প্রশস্ত নয়। আশ্চার্য্যের বিষয় যে আবার তারই মধ্যে কেউ কেউ ভূতভাবন ভগবানের তৃতীয়াবতারের পরিবর্ত্তে ধর্ম্মাবতার বলিয়া প্রতিপন্ন আর ততদূর নাপারেন শুনেই ক্ষন্ত থাকিতে চাহেন, তবে গরিবের মুখ হইতে কেন ? এক এক খানা অপক্ষপাতী পুস্তক বা সংবাদ পত্র লইতে আরম্ভ করুন, ঠেশে ঠাশে প্রায় সকলই শুন্‌তে পাবেন। মহাশয়রা কি আমাকে বল্‌তে বলেন। কখনই না, আপনার আপনার গায়ে হাত দিয়ে তো হুকুম দেবেন তবেই হয়েছে। ঠক্ বাছ্‌তে গাঁ উজোড়।

বাবু। যা হউক হটু পর নিন্দা কি তোমার একটা নিত্য কর্ম্মের মধ্যে ?

হটু। আজ্ঞে তা নয়, আমি নিত্য নিন্দাছলে বড় লোক গুলোর নাম কোরে এই ঘোর দারিদ্র ভারাক্রান্ত সংসার রূপ নরক থেকে উদ্ধার হবার চেষ্টায় আছি। বাবু। টা কি রকম ?

হটু। কেন মহাশয় রাবণ যেমন শত্রুভাবে শীঘ্র মুক্ত হয়ে ছিল আমিও তাই হব ইচ্ছা কচ্ছি।

বাবু। তা কি কোরে হবে ?

হটু। এমনি কোরে কোন দিন কোন আধুনিক খাপখোলা বড় লোকের পাল্লায় পড়ে ওয়াক্কা পাব, শেষ আত্মার তো ধ্বংশ নাই, তাতে আবার স্বস্থানে মৃত্যু খোদ মালিকের হাতে উচ্চপদ পেতেই হবে, কিন্তু অত্যুচ্চ পতনায়তে, একারণ বেশী না হয়ে মাজা মাজি অর্থাৎ রাঁধুনী ব্রাহ্মণ অথবা খান্‌সামা হবো তাইবা কম্‌-কি আমার সদৃশ অপ্রতিষ্ঠিত বপু অনড্বানের পক্ষে তাই ইন্দ্রত্ব বলিতে হইবে। তা হলেই দুই জন্ম হইল। আশয়টা মুক্তিলাভ কিন্তু কাল পূর্ণ না হওয়া জন্য ততদূর ফল্‌বে না ফলতঃ আশার অর্দ্ধেক তো ফল্‌বে। অর্থাৎ মুক্তি স্থানে শক্তি লভ্য হবে, আর বলাও যায় না সাধনের জোরে বরাত খোলে তো সেই জন্মেই ফুল বাহাল।

এই রূপ বলাতে ভবশঙ্কর বাবু ঈষৎ রোষাবিষ্ট হইয়া উত্তর করিলেন হটু, তুমিত খুব্ হর্ বোলা দেখ্‌ছি বাপু, এভিন্ন আর কিছু এসে টেসে কি বল্‌তে পার ?

হটু। আজ্ঞে না, যাতে আপনি বড প্রিয় সে রূপ উচু

নীচু গোছের মোসাহেবী আমায় মোটেই এসে না ; তবে যে সকল ক্রমতীয় বাক্যবিন্যাসছটায় আমরা রাজাধিরাজ মহা-রাজ প্রভৃতি মহৎ উপাধিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের চিত্তকে পরিহাসরসে দ্রবীভূত করি, তাহা কি এতাদৃশ নিকৃষ্ট পদবী ভুক্ত বাবু বর্গের তোষামোদার্থে অপাত্রে বিন্যস্ত করা শোভা পায় ? কদাচই না, তবে যদি বলেন যে কেন ? এই বিড়াল বনে গেলেইত বন বিড়াল হয়, আজ কাল ইংরাজ বাহাদুরের অনুকম্পায় আমিই কি রাজোপাধি গ্রহণ করিতে পারি না ?

হটু। অবশ্যই পারেন, ইহা সর্ব্বকালেই আছে। যিনি সম্রাট তিনি ইচ্ছাক্রমে তথোপযুক্ত কোন মহাত্মার সর্ব্ব প্রকার সদ্গুণে বাধ্য হইয়া, স্বীয় সাম্রাজ্য গত কোন দেশ বা প্রদেশ তাঁহার অধিকারে দিয়া তাঁহাকে রাজোপাধি প্রদান করিতে অনায়াসেই পারেন কিন্তু সেটা এদেশের মধ্যে কয় জন হওয়া সম্ভব ? তবে অগত্যা ইদানীন্তন অনেক আবুদে-রের মনরক্ষার্থে কি করেন বৈষ্ণবদিগের ভেকাশ্রয় প্রণা-লীর মর্ম্মানুসারে একটী নূতন নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছেন। যেমন পূর্ব্বে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু মহা মহা ভক্তগণের ভক্তি পাশে বদ্ধ হইয়া, পরম দুর্লভ বৈষ্ণবতার অধিকারী বুঝিয়া লোককে ভেকাশ্রিত করতঃ বৈষ্ণব আখ্যা প্রদান করিতেন বলিয়া এক্ষণেও সেই পরম পবিত্র বৈষ্ণবতার তারবর্জ্জিত দুষ্টাবতার গোস্বামী প্রভুরাও পাঁচ সিকা পয়সার পাশে বদ্ধ হইয়া অতি অজ্ঞানী ও নীচ কুলোদ্ভব ব্যক্তিগণকে ভেক দিয়া বৈষ্ণব করিতেছেন। ঐটীও ঠিক তদনুরূপ। অতএব

বিবেচনা করিয়া দেখুন, জগতে যাহা প্রসন্নতা স্বরূপে পাত্রানুসারে গুণানুরোধে প্রদত্ত হয় তাহাই ঠিক, তদ্ভিন্ন অর্থানুরোধ সম্বন্ধই বিপরীত। এক্ষণে মহাশয় যদি শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর ভেকাশ্রয়ের প্রতিরূপ শ্রীশ্বেতাঙ্গ প্রভুর প্রদত্ত ভেকাশ্রয় গ্রহণ করেন, তবে সে কেবল ইতর সম্প্রদায় মধ্যে যেমন কেহ আদর করিয়া আপন সন্তানের রাজা রাম নাম রক্ষা করে, সে তাহারই অনুরূপ হইবে মাত্র। মহাশয়ের মহত্বের সঙ্গে তাহার কোন সংশ্রব থাকিবে না, আপনিও যেমন ভূমি শূন্য রাজা রাম হইবেন এই সকল মোসাহেবের দল ও তখন বিদ্যা শূন্য সভাপণ্ডিত হইয়া পড়িবেন। ইহাদেব সঙ্গে আপনার যে মোসাহেবী সম্বন্ধ ঘটিয়াছে তাহারও কিছুই পরিবর্ত্তন হইবে না, এবং সুরাও সুধা রূপে পরিণত হইবে না সুতরাং যে কলু সেই কলু, সাদৃশ্য আখ্যা মাত্র। তবে যখন আরও বিদ্যাবাগীশ গোছের পাকা পাকা মোসাহেব দুই একটা দরকার হইবে, কারণ রাজন্ শব্দটা কখন সম্বোধনার্থে কখন বা বিশেষণের সহিত নূতন নূতন প্রতিক্ষণেই প্রয়োগ করিবার আবশ্যক হইবে, তাহাতে একটু সংস্কৃতের বুক্‌নী ঝাড়িতে না পারিলে বেশ সংলগ্ন হইবে না। এ স্থলে তাহার উদাহরণ স্বরূপ একটী অপূর্ব্ব উপাখ্যান শ্রবণ করুন।

কোন স্থানে মহাশয়ের ম॰ সুরা সম্প্রদায় ভুক্ত ভেকাশ্রিত রাজোপাধি বিশিষ্ট একটী মহোদয় বাস করেন, তাঁহারও ভবনে অনেক গুলি বিদ্যাবাগীশ গোছ সভা পণ্ডিত বা সভ্য মোসাহেব গৃহপালিত কুক্কুরের ন্যায় অহর্নিশি বিচরণ করেন। একদা পূর্ণিমার নিশি রাসযাত্রা, বাড়ীতে মহা ধুম

ধাম পড়িয়া গিয়াছে, সে দিবস চালের ( বিষ্ণু ) কড়ি কাঠের টিক্‌টিকীটী পর্য্যন্ত আহ্লাদে নলিনী পত্র গত সলিলবৎ চল চল করিতেছে, চতুর্দ্দিক্‌ হইতে হুজুর, মহারাজ, প্রভৃতি ঘোর ঘন শব্দে কর্ণ বধির হইতেছে, মহারাজ খোদ সকলের উপর ( আমি এখন ঠিকের উপর আছি ) এই প্রাধান্য প্রদর্শনার্থ মহিলা মহলের এবং বাহির বাটীর সমস্তই একাকা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন; এমত কালে তাঁহার কোন এক প্রিয়তম সভাপণ্ডিত, মফঃসল মহলে সহসা বস্ত্রবিহীন শুকদেবের ন্যায় তাঁহার নয়নপথে পতিত হইলেন। তিনি প্রথমতঃ অত্যন্ত আশঙ্কা প্রযুক্ত পলাইতে উদ্যত হইয়া কৃতকার্য্য না হওয়াতে ঠিক সম্মুখে কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া গেলেন। তখন রাজা বিষম বিস্ময় সহকারে রাগান্ধ হইয়া অত্যন্ত তর্জ্জন গর্জ্জনের সহিত কহিলেন, রে নরাধম তোর এ কিরূপ আচরণ বল্‌ দেখি ? তখন অমনি প্রত্যুৎপন্নমতি সভাপণ্ডিত ভোজরাজার যশ বর্ণন বিধায়ক কবিতা যেন তাঁহারই উদ্দেশে নূতন প্রযোজ্য হইল, এই আভাসে বক্তৃতা দ্বারা রাজাকে আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন।

মহারাজ ! শ্রীমন্‌ ! জগতি যশসা তে ধবলিতে
পয়ঃপারাবারং পরমপুরুষো হয়ং মৃগয়তে।
কপর্দ্দী কৈলাসং করিবর মথায়ং কুলিশভৃৎ,
কলানাথং রাহুঃ কমলভবনো হংস মধুনা।

হে মহারাজ ! জগতে তোমার শুভ্র যশো রাশি সর্ব্বত্র সমভাবে বিস্তৃত হওয়াতে সমস্ত পদার্থের সহিত এই অখণ্ড জগৎ এতাদৃশ ধবলাকার ধারণ করিয়াছে যে ক্ষীরোদশায়ী

ভগবান্ হরি, তিনি সকল সমুদ্রের সমান রূপ শুভ্রতা নিবন্ধন ক্ষীরোদ সমুদ্র নির্ণয় করিতে অক্ষম হইয়াছেন। যিনি কৈলাস নাথ মহাদেব, তিনি স্বকীয় আবাস স্থান কৈলাস গিরি অনুসন্ধানে ফিরিতেছেন। দেবরাজ ইন্দ্র হস্তিযূথ মধ্যে করিবর ঐরাবতকে লক্ষ্য করিতে অসমর্থ হইয়াছেন, এমন কি রাহু চন্দ্রমার অন্বেষণে সমস্ত গগন মণ্ডল প্রদক্ষিণ করিয়াও কৃতকার্য্য হইতেছেন না, এবং ব্রহ্মা আপনার বাহন হংসের অনুসন্ধানে নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া ফিরিতেছেন। তদ্রূপ আমিও নরাধম স্বীয় স্ত্রানুসন্ধানে ভ্রমান্ধের ন্যায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছি। সভাপণ্ডিতের এইরূপ অসম্ভব তোষামোদ বাক্যে রাজা আপনাকে ধন্য মনে করিয়া প্রসন্নতা সূচক একটু হাস্য করিলেন, তখন সে অপরাধ তাহার গুণানুবাদে পরিণত হইল।

হটুর মুখে উপহাসাস্পদ কটূক্তি সকল শুনিয়া, ভবশঙ্কর বাবু একেবারে হক্‌চকিয়ে গেলেন্ এবং মুহূর্ত্তকালের নিমিত্ত একবার স্বীয় পূর্ব্ব সঞ্চিত সদ্‌জ্ঞানের সহিত সাক্ষাৎ ক্রমে মনে মনে আপনাকে ধিক্কার প্রদান পূর্ব্বক কিয়ৎক্ষণ বাঙ্‌নিষ্পত্তি রহিত হইয়া রহিলেন ঐ সময়ে হটেশ্বর, বাবুর মুখের দিকে দৃষ্টি পাত মাত্র বুঝিতে পারিলেন, যে বাবুতো প্রায় সপ্তমের উপর প্রায় আরও দুই তিন গ্রাম চড়িয়াছেন; তৎক্ষণাৎ নরম করিতে না পারিলে, তার ছিঁড়িয়াই হটুর পুরস্কার স্বরূপে কিঞ্চিৎ হয় হয় ইত্যবসরে উপস্থিত বুদ্ধির প্রাখর্য্য গতিকে হটেশ্বর পকেট হইতে আশল নেপালী চকারাদি মাদক কথঞ্চিৎ বহিস্কৃত করণান্তর, বিবিধ ভঙ্গী

রঙ্গরসোদ্গীরণসহবর্ত্তী বন্দনাবিধায়ক বাক্‌চাতুর্য্য দর্শাইয়া ভোজবিদ্যাবিসারদগণের গুলির ন্যায় তাহা সকলের সম্মুখে মৃদাধার, কলিকার উপর অগ্নি সংযোগে সংস্থাপন পূর্ব্বক ধূমপানে উৎসাহ দিয়া স্তব পাঠের ন্যায় তদীয় বন্দনারম্ভ করিলেন।

কিবা—চরস নীরসে রসপ্রদং
দেখ—বিরস নাশক হরষদং
করে—ঘোর ঘন শোষণে ঘর্ম্ম যুতং
ওহে—প্রণমামি নেপাল গর্ভ জাতং।

চির—চঞ্চল চিত্ত নিবৃত্তিকরং
স্থির—বুদ্ধি হরং পুনঃ মূর্দ্ধাধরং
পড়ে—প্রতিপলে নেত্রে পলক শতং
ওহে—প্রণমামি নেপাল গর্ভ জাতং।

কর—সুরস রসনে শুষ্কতরং
কভু—সংঙ্গীত সংযোগে ভঙ্গস্বরং
কর—অঙ্গনা সম্ভোগে সদ্যরতং
ওহে—প্রণমামি নেপাল গর্ভ জাতং।

করে—ঈষৎ রক্তিম চক্ষুর্দ্বয়ং
ধরে—ঝিমনী ঝিম ঝিম দন্তত্রয়ং
তব—রূক্ষ রসে শেষে দুঃখযুতং
ওহে—প্রণমামি নেপাল গর্ভ জাতং।

সহসা এবম্বিধ গতিকের অভূতপূর্ব্ব বাক্‌জালে জড়িত হইয়া শ্রোতাগণ যেন বাহ্য বুদ্ধি হারাইয়া চিত্র পুত্তলিকার

ন্যায় চক্ষু মকিয়ে চাহিয়া রহিলেন। হটেশ্বর তিন তাসের পর এই একটী ফাক যাইতেছে বিবেচনা করিয়া সরাসর সরিয়া পড়িলেন। তখন বাবুকে বিমর্ষ দেখিয়া হটুর বিরুদ্ধে যে যত পারিল কতক গুলা কাল্পনিক নিন্দাবাদ আরম্ভ করিল, এবং তৎক্ষণাৎ বাবুরও বিমর্ষ ব্যাধি সারিয়া গেল। অমনি পরস্পরে একবার মুখ তাকাতাকী করিয়াই পূর্ব্বোক্ত মহা কারুণিক যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন।

এদিকে ভবশঙ্কর বাবুর বৃদ্ধা জননী ইতিপূর্ব্বে অষ্টাহ কাল জ্বরাক্রান্ত হইয়া শয্যাগত ছিলেন; সে দিন সহসা তাঁহার রোগ বৃদ্ধিভাবে পরিণত হওয়ায় কতক গুলি অতি অমঙ্গল সূচক উপসর্গ লক্ষিত হইতেছিল, এ কারণ পরিবারস্থ স্ত্রী-লোকেরাও মহা গোলযোগ উপস্থিত করিয়া একটী পরিচা-রিকা দ্বারা বাহির বাটীতে খবর পাঠাইল, তদনুসারে ডা-ক্তার ভায়া সমেত সকলেই শশব্যস্তে দেওয়ালে মাথা ঠুকিতে ঠুকিতে অতি কষ্টে বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। সর্ব্বাগ্রে ডাক্তার বাবু দেখিলেন; দেখিলেন আর কি, তাঁর গোষ্ঠীর মাথা, যদ্দারা দেখিবেন তাহাই অপ্রতুল. তবে কি না নিকটে বসিলেন; বসিয়াই ডাক্তারদিগের স্বভাবসিদ্ধ সংস্কার অনুসারে জিব দেখি? দাস্ত পরিষ্কার হয়? মাথা ভারি আছে কি না? এবম্বিধ নূতন নূতন নবজ্বরের রোগীকে যে রূপ জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক তাহাই আরম্ভ করিলেন। এবং দেখিতে দেখিতে শয্যাসন্নিহিত কাগজ কলমের দিকে নজর পড়িবা মাত্র তৎক্ষণাৎ তাহা উঠাইয়া লইলেন। একেতো ঐ ব্যবসায়ী মাত্রেই প্রায় অনেশ পণ্ডিত দুরন্ত লেখক, তাতে আবার

দেশে ম্যালেরিয়ার অনুগ্রহে ফিবার মিকশ্চারের প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন লেখা এত অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে কলম হস্তের সাহায্য অপেক্ষা করিত না, সুতরাং সেই পেশা গৎ ধরিয়া লেখনী ধাবমান হইলেন, প্রায় অর্দ্ধেক লেখা হইয়াছে এমত সময় বাবু ডাক্তারের মস্তকে এক চপেটাঘাত পূর্ব্বক কহিলেন, একি নজ্জর পেলি নাকি ? মায়ের অবস্থাটা দেখ্‌ছিস্ কি ? ডাক্তার মায়ের অবস্থাটা, এই কথা শুনিয়াই কহিল, ওঃ হোঃ হোঃ তাইত ক্রমে মুমূর্ষু অবস্থা দেখ্‌ছি, এখন ইঁহার ঔষধ মাত্র দুগ্ধ আর গঙ্গাজল, তখন হাতটা আর এক বার ধরিয়াই বলিলেন এই যে, এ দিকেও ফরসা দেখ্‌ছি, ঠিক সন্ধিক্ষণ সময়টী উপস্থিত, রাজা বাবু ! এক্ষণে যদি মায়ের সজ্ঞান সম্বন্ধে কোন কাম আপনার ইচ্ছা থাকে, তবে এই মুহূর্ত্তেই আবশ্যক, এ দিকেও বেলা শেষ হইয়া পড়িয়াছে। এই কথা শুনিবা মাত্র বাবু অতিশয় ব্যস্ত ভাবে মোসাহেবদিগের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, তদনুসারে তাহারাও কোমরে চাদর জড়াইতে সুরু করিল, দেখিয়া পরিবারস্থ স্ত্রীলোকেরা উচৈঃস্বরে চীৎকার আরম্ভ করিল, তখন বাবুর জননী বিবেচনা করিলেন, ইহারা আমার শেষ সময় উপস্থিত দেখিয়া এতাদৃশ রোদন করিতেছে, কিন্তু ইতিপূর্ব্বে রোগী আপন অবস্থা অনুভব ক্রমে নিজের স্থায়িত্ব পক্ষে সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া একবারও হতাশ্বাস হয়েন নাই, মাত্র সেই দিন সহসা তাহাদের গঙ্গাযাত্রার সরঞ্জাম সূচক রোদন ধ্বনিতে তিনি যেন মৃত্যুকে সমীপস্থ দেখিতে লাগিলেন; এবং মুখশ্রী ক্রমান্বয়ে ম্লান হইয়া পড়িল। তদ্দৃষ্টে সকলেই অধিকতর ত্বরা-

স্থিত হইয়া, সেই শয্যা সমেত খট্টের চতুর্দ্দিকে ধরাধরি করিয়া, অন্তে গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম বল, এই সাংঘাতিক শব্দ বারম্বার উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করিতে করিতে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেন। ঐ গমন সময়ে অভাগাবতী জননী ত্রাশে শুষ্ককণ্ঠৌষ্ঠ হয়ে কয়েক বার জল প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তখন তাঁহার সেই প্রার্থনা সূচক বাক্যস্ফূর্ত্তিবিধায়ক শব্দটী ঐ পুর্ব্বোক্ত ঘোরতর, ঘন ঘন উচ্চধ্বনি বিশিষ্ট গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্মে মিশিয়া গেল, এবং তৎসম্বন্ধীয় মুখ ভঙ্গিটী দুর্ভাগ্য ক্রমে অনেকের দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াও তাহা তখন খাবী খাওয়ার প্রকরণে পরিণত হইয়াছিল, সুতরাং যখন গঙ্গাগর্ভে নীতা হইলেন, তখন দুর্দ্দান্ত পিপাসা তাঁহার কণ্ঠাবরোধ করিয়াছিল। এ দিকেও সায়ং কাল উপস্থিত, পরিষ্কার নজর চলিতে ছিল না মাত্র, তাঁহার পিপাসার্ত্ত কণ্ঠোত্থিত গোঁ গোঁ শব্দটা অস্পষ্ট বিকৃত বদনের সাহায্যে বোধ হয় কিছু ভয়ানক দৃশ্য হইয়া থাকিবে, তদ্দৃষ্টে মাতামের পাল ( বুঝিতেই পারেন ) পাছে জননী উঠিয়া একে একে ঘাড় ভাঙ্গিয়া রক্ত পান করে এই আশঙ্কায় কেহই নিকটে অগ্রসর হয় নাই। সকলেই শশব্যস্ত, যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র চুলিটা সাজান হয় এবং চোক্ মুখ ঢাকিয়া একবার চিতারোহণ করাইয়া জ্বালাইয়া দেওয়া হয় তদ্বিষয়ে সচেষ্ট ছিলেন। ইত্যবসরে এক জন সাহসের সহিত উল্লেখ করিলেন ওহে ভাই, আমরা এ দিকে ভাল রকম কোরে চিতা সাজাচ্চি, তোমরা কেউ এই সময়, গঙ্গা যাত্রার মোক্ষ কর্ম্ম অন্তর্জ্জলীটা সেরে দাও, তাহাতে অপর ব্যক্তি চমকিয়া

বলিলেন ; বিলক্ষণ মহাশয় ! আমরা অন্তর্জ্জলীর কি জানি, আমাদের মোটে গঙ্গাজলীর বেশী আর পাঠ অগ্রসর হয় নাই। অন্তর্জ্জলীর দায়ে এই প্রথম ঠেকেছি। তখন তিনি গর্ব্বিত ভাবে (স্বগত এই কথা বলিতে বলিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন) হুঁ তখনি বলে ছিলাম যে, এ সব গোড়ে গব্দা লোক দ্বারা কোন কায হবে না আমার মত দশ কর্ম্মান্বিত পাকা পাকা লোক আরও দুই একটা ডাক, তখন ছোট কথা গ্রাহ্য হলো না, এখন টের পাও; ওরে নশে! তোরা দুপাশে দুনপোয় মাথার দিকটে ধর্, আর আমরা পায়ের দিকে থেকে বাবুকে পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুল ধরায়ে অন্তর্জ্জলীর ব্যাপারটা শেষ করে দি। নশে বলিল, বাবা, আমরা দুটীতেই তোপের মোহাড়ায় তা হবে না জাহু, তোমরা এক জন কেউ মুখের দিকে এস, এই রূপ বিতণ্ডা করিতে করিতে শেষ সকলেই এক এক ডোষ টানিয়া এককালে ধরাধরি করিয়া জননীকে গঙ্গার জলে ফেলিল, এবং কিয়ৎক্ষণ নাকানী চোকানী খাওয়াইয়া, পরিশেষে জল হইতে তুলিয়াই সরাসর চুলার উপর লইয়া যায়, তখন জননী জলাভিষিক্ত হইয়া পূর্ব্বোক্ত দুর্দ্দান্ত পীপাসার করে পরিত্রাণ পাইয়া আবার জল মগ্ন জনিত নূতন যন্ত্রণার হাতে পড়িয়া হাঁপাইতেছেন। পামর মাতালের দল শীঘ্র শীঘ্র অন্ত্যাহুতি বাসনায় তাহাতেও ভ্রূক্ষেপ শূন্য হইয়া এক উদ্যমেই খণ্ড কাষ্ঠ বিস্তৃত চিতার উপর উঠাইয়া মহা কলরবের সহিত একটা হরিধ্বনি দিয়া সঙ্গে সঙ্গে মুখাগ্নি করণার্থ তৃণ গুচ্ছ জ্বালিয়া বাবুর হস্তে ধরাইয়া দিলেন। বাবু যদিও সর্ব্বাপেক্ষা অধি-

কতর মাতাল হইয়া ছিলেন বটে কিন্তু সেই উজ্জ্বল আলোকে জননীর বাৎসল্যপূর্ণ মুখ খানি অগ্নি দাহের আশঙ্কায় অত্যন্ত ম্লান হইয়া কাতরতর সহ শুষ্ক কাষ্ঠবৎ বিকৃত ভাব ধারণ করিয়াছে, অধিকন্তু স্থির প্রসারিত নীরস নয়ন যুগলে অবিরত অশ্রুধারা পতিত হইতেছে, দেখিলে বোধ হয় যেন তিনি চিরবদ্ধমূল মাতৃভক্তিকে জলাঞ্জলী দিতে দিতে পুত্র মুখ নিরীক্ষণ করতঃ অপত্য স্নেহেরও ইয়ত্তা করিয়া লইতেছেন।

তদ্দর্শনে জ্ঞানান্ধ ভবশঙ্করের অন্তঃকরণে জননীর জীবিতাবস্থার লক্ষণ যেন সহসা প্রতিঘাত করিল; অমনি তিনি উচ্চৈঃস্বরে সকরুণ একটী চিৎকার সহকারে বলিলেন, ওরে মা মার নাইরে, নামারে, বেঁচে আছে নামারে। এইরূপ বলাতে অমান্দ চারি দিক্ হইতে মাতালের পাল শশব্যস্তে বলিয়া উঠিল, বিলক্ষণ, হুঁঃ তুমিও বেশ লোক দেখ্‌ছি মরে নাই তো কিঃ, হদ্দ মরা মরেছে, আবার কি মর্‌বে? অমনি আর একজন মুখের কাছে আলোটা ধরিয়াই চোকের মাথা খেয়েছো কি? দেখ দেখি, এর চেয়ে আর কি মর্‌বে, সচরাচর লোক যা মরে তার ডবল মরেছে আমরা ইস্তক লাগাত লক্ষ লক্ষ লোক্‌কে মর্‌তে দেখ্‌লাম, কিন্তু এত নির্দ্দয় মর্‌তে কখন কারেও দেখি নাই কোন কোন মহাত্মা তাহাতে আবার ঝঙ্কার পূর্ব্বক বলিয়া উঠিলেন, ও কাযের কথা নয়, দে হরিবোল। এই গোলযোগের পূর্ব্বক্ষণেই ভব শঙ্কর বাবুর মাতুল ভগ্নিকে তীরস্থ করা হইয়াছে শুনিয়া একটা লণ্ঠনধারী চাকর সঙ্গে অতি ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তথায় আসিয়া

ছিলেন, তিনি এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া সত্বর আলো লইয়া সেই সজ্জিত চিতার সমীপস্থ হইয়া বিষম রাগান্ধ শার্দ্দূল সদৃশ ঘোরতর গর্জ্জন গর্জ্জনের সহিত মাত্র চাকরের সাহায্যে অগ্নি গ্রাস হইতে ভগ্নিকে নামাইয়া কান্দিতে কান্দিতে মুখে বারম্বার জলাভিষেক করিতে লাগিলেন। তখন ঐ কালকিঙ্করগণের করালকরনির্ম্মুক্ত স্ত্রীলোক কণ্ঠাগত জীবন পিপাসা মিটাইয়া মর্ম্মগত জীবন পিপাসাও মিটিতে পারে ভাবিয়া আশ্বাসিত হইলেন; এমন কি দুই তিন মিনিটের পর তিনি মৃদুস্বরে জীবন দাতা ভ্রাতার চিবুকে হস্তার্পণ পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ সূচক দুই একটী বাক্য প্রয়োগ করিতে গিয়া অভিমানে ঠোঁট ফুলাইয়া এমন কান্দিয়া উঠিলেন যে তাহা স্মরণ করিলে ঘোরতর পাষণ্ডেরও হৃদয় এককালে বিদীর্ণ হইয়া যায়। এদিকে এই প্রকার দেখিয়া শুনিয়া ভব শঙ্কর সমেত মাতালের পাল অন্ধকারে একে একে পলায়ন করিল। তৎপরে তিনি ঐ চাকরকে পাঠাইয়া আরও দুই চারি জন লোককে ডাকাইয়া ভগ্নিকে আপন ভবনে লইয়া গেলেন, এবং অতি অল্প দিনের মধ্যে স্ত্রীলোকটী উত্তম আরোগ্য লাভ করতঃ এই বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছিলেন—

ধন্য ওরে কলিকাল, ধন্য বিচিত্র বিশাল,
মোহ জাল মহীতলে তোর।
ধন্যবাদ তার পরে, সেই সুরা সহচরে,
সাধুরে যে কোরে দেয় চোর
যে জন্য জীবিত দেহ, শূন্য হয় মায়া মোহ
স্বগৃহ শ্মশান সমতুল।

অতুল বৈভব যার, হোয়ে সব ছার খার,
অবশেষ ঘটে অপ্রতুল ॥
এত সর্ব্বনাশ করে, তবু কি বিশ্বাস তারে,
সাদরে উদরে দেয় স্থান।
মদ খেয়ে প্রাণ পাখি, প্রণয়ের সখ্ রাখি,
করে নাকি অকালে প্রস্থান ॥
জেনে শুনে এই সব, জিয়ন্তে হইতে শব,
কে কোথা এমন সাধ করে।
পাকিলে পাপের ফল, যেতে হবে রসাতল,
তাই হেন হীন বুদ্ধি ধরে ॥
তুমি হোয়ে কাল ফণী, হৃদয় রতন মণি,
নিদয় হইয়া দংশিবারে।
কতই ছলনা কোরে, পাঠাইলে সহচরে,
অভাগীরে দিতে ছারে খারে ॥
তোমারি বিধানে বিধি, এত কোরে বাদ সাধি,
অধিনীরে না রাখিল দেশে।
এক মাত্র সুসন্তান, গর্ভে দিয়া ছিনু স্থান,
শমন সমান হোলো শেষে ॥
তোমারি কৌশলে পুত্রে, বন্দি করে সুরা সূত্রে,
ডাক্তার হইয়া উপলক্ষ।
এত আশা কোরে মনে, সিঞ্চিলাম সযতনে,
ফলবান্ না হইল বৃক্ষ ॥
কে আছে এমন সুখে, চিতানলে হত মুখে,
জীয়ন্ত যমের হাত ফিরে।

পেয়েছি বিষম ডর, কহ শুনি অতঃপর,
ফিরিতেছ আরো কি ফিকিরে ॥
অভিপ্রেত অপকর্ম্ম, সাধিতে এত অধর্ম্ম,
বিস্তার কোরেছ এই দেশে।
নিস্তার নাহিক আব, অতিশয় অত্যাচার,
ছার খার ব্যভিচার দোষে ॥
যজ্ঞ ব্রত কর্ম্মকাণ্ড, কলিতে সকলি পণ্ড,
ভণ্ড তপস্বীর সংখ্যা বেশী।
পরম ধার্ম্মিক যিনি, কপটের শিরোমণি,
আচার বিরুদ্ধ ছদ্মবেশী ॥
জনক জননী প্রতি, নাহি কারু শ্রদ্ধা ভক্তি,
অনুরক্তি যা কিছু জায়াতে।
দেব দ্বিজ নাহি মানে, পর্ণ নিজ অভিমানে,
নিত্য ভ্রম অনিত্য কায়াতে ॥
নাহি দেখি সত্য লেশ, পরহিংসা পর দ্বেষ,
কেবল প্রবল দিনে দিনে।
বেশ্যা পূর্ণা বসুমতী, পবিত্রা শিষ্টা সুমতি,
সাধ্বী সতী কারেতো দেখিনে ॥
অভক্ষ্য ভক্ষিয়ে তৃপ্ত, অকর্ম্ম করিতে লিপ্ত,
রিপুর পীড়নে ক্ষিপ্ত প্রায়।
হোয়ে যত নর নারী, আছে তব আজ্ঞাকারী,
নমস্কার করি তোর পায় ॥

দ্বিতীয়তঃ ইতিপূর্ব্বে ভবশঙ্কর বাবুর কন্যার মনোরমা নামটী উল্লেখ করিয়াই রাখা হইয়াছে মাত্র; কিন্তু যে

মনোরম পাত্রে তিনি সমর্পিতা হইয়াছিলেন তদ্বিষয়ক কিছুই বলা হয় নাই, এক্ষণে অবধান করুন। ভবশঙ্কর বাবু মনোরমার বিবাহের পূর্ব্বে পাত্রান্বেষণ সময়ে, "যদি কিঞ্চিৎ বরে দোষা ধনেন কিং কুলেনবা," এই কথাটী সর্ব্বদাই উচ্চারণ করিতেন। কিন্তু এটী তাহার ভুল, একথা কলি-কালের পূর্ব্বে ব্যবহৃত ছিল বোধ হয়, এক্ষণে আর কোন কথাই নাই, কারণ যদি সর্ব্বংকালে দোষা কি বরে শ্বশুরে নবা। ভবশঙ্কর যখন কন্যাদান করিয়াছিলেন, তখন তিনিও স্বয়ং সুপাত্র ছিলেন, সুতরাং অতি সুপাত্র দেখিয়াই কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিলেন, নাম নিত্যলাল, নিত্যধাম নব-দ্বীপ অঞ্চলেই বাস। তিনি মনোরমাকে বিবাহ করিয়াই স্বীয় ভবনে আনয়ন করতঃ প্রায়, বিবাহেচ পঠিতব্যং মাস মধ্যে দিনদ্বয়ং, আরম্ভ করিলেন। এবং ঠিক প্রথম ষাণ্মাসিকেই অধ্যয়ন ব্রত উদ্‌যাপনানন্তর কলিকাতায় চাকরি করিতে লাগিলেন। বাটীতে বৃদ্ধ পিতা মাতা এবং নবীনা ভার্য্যা মনোরমা মাত্র সম্বল, এজন্য প্রায় প্রতি মাসে অন্ততঃ দুইটী শনিবারেও বাটী না আসিয়া কিছুতেই সুস্থির থাকিতে পারিতেন না। কিছু দিন পরে মনোরমা গর্ভবতী হইলে, তাহার পূর্ণ গর্ভাবস্থায় এক শনিবার রাত্রিযোগে নিত্যলাল বাড়ী আসিতেছেন; এদিকে মনোরমার প্রসব বেদনার সঞ্চার বুঝিয়া নিত্যলালের পিতা মাতা সন্ধ্যার পর হইতেই দুইটী প্রবীণা ধাত্রীকে সমস্ত রাত্রি গর্ভিণীর নিকটস্থ থাকিবার চুক্তিতে নিযুক্তা রাখিয়াছিলেন। অধিকন্তু প্রতিবাসিনী স্ত্রীলোক দুই চারিটী নিত্যলালের মাতা পিতার কাতরতা

দেখিয়া প্রায় মধ্যে মধ্যে পর্য্যায়ক্রমে আসা যাওয়া করিতে ছিল। কর্ত্তাটী বাহির বাটীতে অতি বিষণ্ণ মনে বসিয়া স্বভাবসিদ্ধ গুড়ুক তামাকটী টানিতেছেন এবং মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপন ইষ্ট দেবতার উল্লেখে স্বীয় বধূমাতার সুপ্রসবের কামনা করিতেছেন। ইত্যবসরে উক্ত গর্ভ সম্বন্ধীয় খোদ মালিক নিত্যলাল সহসা বাটী আসিয়া পৌছিল. এবং বাটীর ভিতর একটা হাউ চাউ গোলোযোগ শুনিয়া বহির্বাটীতে কর্ত্তার প্রতি কোন কথা উল্লেখ না করিয়াই সরাসর নিঃশব্দ পদসঞ্চারে বাটীর ভিতর যাইয়া দেখিল. অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা ঐ ব্যথিতা কামিনীকে বেষ্টন করিয়া নানা প্রকার কথা প্রসঙ্গে, কখন একটু কৌতুক করিতেছে কখন বা ষষ্ঠী সত্যনারায়ণ, সুবচনী ইত্যাদি দেব দেবীকে হরেদরে গড়ে, মাতৃ সম্বোধন পূর্ব্বক ডাইনে বামে ক্ষীরের পুতুল খোঁড়া হাঁস প্রভৃতি মানসীক করিতেছেন, তন্মধ্যে দুইটী ধাত্রী. তাহারা প্রসবের লক্ষণালক্ষণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া উপযুক্ত সময়টী অপেক্ষা করিতেছে : কিন্তু নিত্য বাবু যে মষ্টে মষ্টে নিকটস্থ হইয়াছে তাহা কেহই অন্যমনস্ক প্রযুক্ত নজর করে নাই, এজন্য রীতি মত অভ্যর্থনাদিও হয় নাই, যখন নিত্যলাল প্রথম গোষ্ঠীবর্গের প্রথম দৃষ্টিগোচর হইলেন তখন নিত্যলাল রাগে নেত্র লাল করিয়া বসিয়াছেন। সুতরাং নিম্নোল্লিখিত শিষ্টতাপূর্ণ মিষ্ট ভাষা গুলি আধুনিক ইংলিশ টোনে এককালে সকলেরই উৎকণ্ঠিত অন্তঃকরণ পরিতৃপ্ত করিলেন। ড্যাম বুড্ঢা ঢ্যাঁঙারাম বেটা বুড্ বাক্ যেমন পাজী ঢেঙ্গা বেটী আবার

ততোধিক, দোচার আনা পয়সা খরচ কোরে মাঝে মাঝে এক একটা লোক পাঠাইলে খবরটা পাই, বেটী হরমজাল-তা কোর্‌বে না চুলোয় যাক্. আজ বাড়ীতে এই বিপদ্, তাই কোন্ বুড়বেটা একবার দৌড়ে গিয়ে আমায় খবরটা দিতে পেরেছিল ? আমি কি ছ মাসের রাস্তায় থাকি ? ভাগ্যে আজ হটাৎ বাড়ী আসিয়া পৌঁছিলাম, নইলে কি সর্ব্বনাশ ঘটিত ? বেটা যেমন পুরোনো বদ্ মাইশ্, নিখরচায় মতলব্ খানিও বেশ খাটাতে পারে। এদিকে আবার সূতিকাগারের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ধাত্রীকে অবলোকন মাত্র অধিকতর রাগান্ধ হইয়া এই যে, হাড়ি ঝি চণ্ডী বেটীরও আগমন হয়েছে, আ মলো আবার দু বেটী হাড়ি ঝি চণ্ডী, তোরা কি একজন ধর্‌বি আর এক জন খুন্ কর্‌বি না কি ? উঁ, উঁ, নিকালো হারামযাদী ময়্‌না বুড্‌টী, ঘর্‌ছে আবী নিকালো ; তোবেটীরে কি সাহসে এসকল ভয়ানক কাযে হাত দিশ্, তোরা মিডোয়েফেরির কি জানিশ্ বল্ দেখি ? এই কথা বলিবা মাত্র অপেক্ষাকৃত প্রাচীনা ধাত্রীটী কিঞ্চিৎ রাগান্বিতা হইয়া অথচ তাড়নায় কম্পান্বিত কলেবরে, উত্তর করিল, বাবা ! যখন তুমি ভূমিষ্ঠী হোয়ে ছিলে তখন তোমার কোন্ মিতুয়া ভারি বাবারা এসে খালাষ কোরে নাড়ি কেটে দিয়ে ছিল সেওতো এই হাড়িঝি, না আর কেউ, তার মধ্যে তুমি এখন সায়েব্ হয়েছ বটে, তোমার বাপেদের আমোলে সে এক দিন্ আর এ এক দিন ; বেশ বাবা তোমার বিবিকে ডাক্তার সায়েব দিয়ে খালাষ করাও আমরা চল্লাম্, বলিয়া ধাত্রীদ্বয়ের প্রস্থান। এদিকে

মায়ের উপর কড়্কানী চলিতে লাগিল, বেটী, তোরও কি ভীমরতি হয়েছে নাকি ? আমি বরাবর্ বোলে আস্‌ছি, বৌকে ডাক্তার দিয়ে প্রসব করাতে হবে, কারণ ও বড় সুখী মেয়েমানুষ, হাড়ি ঝি বেটীদের হাতে বাঁচবে না ; নচ্ছার বেটী তাই ঘটিয়ে রেখেছিস্ ? ভাগ্যে আমি দৈবাৎ আসিয়া বাড়ী পৌঁছিলাম, এখন বৌটার কপাল সাবুদ্ বল্‌তে হবে। এইরূপ আস্ফালন করিতে করিতে একবার সূতিকা গৃহে উঁকি মারিয়া বোধ করি আধুনিক বাৎসল্য সম্ভাষণ সূচক কয়েকটা শান্তনা বাক্য প্রয়োগ করিয়াই শশব্যস্তে বহির্গত হইলেন। সকলেই মনে করিল নিত্যলাল ডাক্তার আনিতে চলিল, বস্তুতঃ তাই বটে কিন্তু ওরা যে একটী স্বতন্ত্র জাতীয় নর তাহা বুঝিবার লোক সেখানে কেউ ছিল না, অতএব সে কথা বাহুল্য। নিত্যলাল বেগে গমন করিতেছেন অমনি রাস্তার দক্ষিণ ধারে একটা বৈঠক খানায় তাহার ফ্রেণ্ড ফ্লিটের অর্দ্ধ স্ফুরিত কণ্ঠস্বর সম্বলিত সোডা ওয়াটরের কর্ক ধ্বনি আসিয়া তাহার কর্ণ কূহরে প্রতিধ্বনিত হইল, তাহাতে চুম্বুক প্রস্তরে যেমন লৌহ আকর্ষণ করে তদ্রূপ নিত্যলালের মন একেবারে আকর্ষিত হইয়া সেই দিকে ধাবমান হইতে উদ্যত, কোন ক্রমেই থাকে না ; বরঞ্চ নিত্যলালকে অনেক চতুর বলিতে হইবে, যে হেতু, সে মধ্যে একবার থম্‌কে দাঁড়াইয়া, শুদ্ধ বাহ্য জ্ঞানটী উপলক্ষ্য করিয়া, মনকে ধরিয়া রাখিবার জন্য অনেক বরাজুরী করিয়াছিল, শেষে বাহ্য জ্ঞান রহিত হইয়া পড়িল, সুতরাং বাটারি একা কি করে স্বমনের বশবর্ত্তী হইয়া সত্বর বক্রতাবলম্বনে শীঘ্র গমন

সদনে যাইবার সোপানে গিয়া পদার্পণ করিতে হইল। (এস্থলে বিবেচনা করিতে হইবে যে এরূপ বন্দ বেড়ে পড়িলে অনেক ভায়ারই এই দশা ঘটে, কিন্তু ধরা পড়িলেন বাবু নিত্যলাল) কাযেই ধরা পড়িবেন, যাহার মত্ততা লালসা এত প্রবল যে এবম্বিধ সমুদ্র সদৃশ বিপদকে অতিক্রম করিয়া ধাবমনি হয়, সেকি সহজ অবস্থার মাতাল ? যদি কেহ এরূপ বলেন যে কেন ? ইহা অপেক্ষা অনেকতো পাহাড়ে গোছ মাতাল দেখা গিয়াছে তারা কেহ নেশার ঝোঁকে আপন সন্তানকে কূপে নিক্ষেপ করিয়াছে কেহবা প্রাণের আশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঘুঁড়ি রূপে উড্ডীয়মান হইয়াছে, এটা কি তদপেক্ষা গুরুতর ? ইহার উত্তর সম্বন্ধে এই মাত্র নির্দ্দেশ করিলেই পাঠকবর্গের উপলব্ধি হইবে, যে গলাধঃকরণ হইলে মত্ততা প্রযুক্ত সকলেরই স্বভাবের ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে এবং তদ্দারা ঐরূপ গর্হিত কার্য্যাদিও সম্ভবে. কিন্তু অন্যের মদ খাওয়ার সরঞ্জম দৃষ্টে অথবা মদের সাহিত্য সোডা ওয়াটরের কর্কধ্বনি শ্রবণে আমাদের নিত্যলালের মত বিপদ্‌গ্রস্ত লোকের মোহিত হওয়াই বিচিত্র, বস্তুতঃ এমন নইলে মাতাল বলিয়া পরিচয় দিতেও ঘৃণা হয়।

দেখ নিত্যলাল যেমন গিয়া পৌছিল অমনি ফ্রেণ্ড সম্প্রদায় শুদ্ধ আহ্লাদে আধুনিক অভ্যর্থনার ভঙ্গিতে শশব্যস্তে বলিল, হ্যালো ! মাই ডিয়ার ফ্রেণ্ড নিত্যলাল ! হাউ আর ইউ ? তন্মধ্যে কেহবা কহিল তুমি ছোকরা বড় ফাঁকিদার আশামী, আজ কাল আর বাড়ী আসিবার সময় তুই একটা মালটাল আনা, কি মজা সজা করা যে একেবারে ষ্টপ

কোরে দিলে। ভাল, তাই কোন আড্ডাপানেই একটু নেক্‌-নজর আছে, এখানে তো দুশো রগড হামেশাই চল্‌ছে। খোদার মর্জ্জিতে প্রভুর আকৃড়া তো প্রায় একদিনও খালি থাকেনা, এলেই প্রসাদ রেডী। এই কথার পর হোঃ হোঃ করিয়া একটা প্রকাণ্ড হাসির ধুম্‌ পড়িয়া গেল। এদিকে এক মহা পুরুষ অমনি শুভ্রফেনরাশিপূর্ণ রক্তিমাবর্ণ গ্লাশটী নিত্যলালের সম্মুখে ধরিল, সঙ্গে সঙ্গে শ্বেতাঙ্গ বিশিষ্ট আলু সকল যাঁহারা হরিদ্রা সংলগ্নে, অধুনা গৌরাঙ্গ রূপ ধরিয়া আকড়ার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা রূপে বিরাজ করিতেছেন, তন্মধ্যে দুই একটা ভক্তের প্রেমে গদ গদ হইয়া লুণ্ঠিত কলেবরে গড়াতে গড়াতে নিকটে আসিয়া পৌছিল। নিত্য-লাল ও পক্ষে বিশেষ তত্ত্বজ্ঞানী, সুতরাং—প্রাপ্তিমাত্রেণ ভোক্তব্যং নাত্র কালবিচারণা—অত্র প্রমাণের বাধ্য হইয়া তৎক্ষণাৎ সেবন করিলেন। এবম্বিধ উপর্য্যুপরি কয়েক গ্লাশের পর অগত্যা পপাত ধরণী পৃষ্ঠে। ইত্যবসরে কোন মহাত্মা তদ্গদ স্বরে, পিবন্তি বান্ধবাঃ সর্ব্বে যাবল্লুণ্ঠন্তি ভূতলে, তাবত্তু সুখ মাপ্নোতি পুনর্জ্জন্ম নবিদ্যতে। এই শ্লোকটী পাঠ করতঃ বিশেষ রূপ উত্তেজিত করিয়া তুলিলেন এবং তদনুসারে কার্য্যেও কিছু ত্রুটী হইল না। ক্ষণেক বিলম্বে একবার পূর্ব্ব বৃত্তান্তটা স্মরণ হওয়াতে নিত্যলাল অতি কাতরতা সহকারে স্বীয় বন্ধু বর্গকে আনুপূর্ব্বিক জানা-ইল, বন্ধুগণ প্রত্যেকেই এক এক রত্ন বিশেষ, তাহারাও বিপদি সহায়ো বন্ধুঃ এই শাস্ত্রীয় বাক্য প্রতিপন্ন করিতে বিশেষ সচেষ্ট হইয়া বলিলেন, ভাই নিত্যলাল, তোমার কোন

চিন্তা নাই ; তোমারই কি পরিবার? আমাদের নয় ; আমরা শীঘ্র সে বিপদের প্রতিবিধান পক্ষে বিশেষ চেষ্টা করিতেছি ; বরঞ্চ যাহাতে ডাক্তারের ফিঃ পর্য্যন্ত না লাগে তাহাও দেখিব ; ইতিমধ্যে তত্রস্থ বন্ধুগণের সামিল্ সুরেন্দ্র নামক কোন ফ্রেণ্ড কহিল, কি আশ্চর্য্য ! তোমরা কি গোষ্ঠী শুদ্ধ মাতাল হইয়া বুদ্ধির মাথা খেয়ে বসেছো না কি ? হুঁশ-পবন ছুটোর একটাও নাই দেখছি. এই যে আমাদের ফ্রেণ্ড নশিরাম বাবু একজন অদ্বিতীয় ডাক্তার সার্জ্জরি মিডোয়েফেরি উহার অতি উৎকৃষ্ট রূপ জানা আছে। এমন কি আজ্ কাল্ উনিতো প্রায় বাঙ্গালার গুডিব হয়ে বসেছেন। একটী দিনও কল্ কামাই দেখ্‌তে পাই না ; কিন্তু যে দিন আড্‌ডার কলে পড়েন সে দিন সব কলই রসাতল যায়, তাই যা বল ; নচেৎ ওর কাছে কোন মেয়া কল্‌কে পেতনা। এই কথা বলিবামাত্র কেহ বেহুঁশ অবস্থাতেই কেহ বা একটু হুঁশ বাহালে, ঘাড় মুখ নাড়িতে নাড়িতে অলরাইট্ থ্যাঙ্কিউ প্রভৃতি বোল চাল্ সঙ্গত সায় দিয়া বেশ্ সর্ গরম করিয়া তুলিল। তখন ডাক্তার নশিরাম নিষ্পীড়িত শোলা খণ্ড জলাভিষিক্ত হইলে যেমন স্ফীত হয়, তদ্রূপ ভিতরে ভিতরে স্ফীত হইয়া নিজেই মুখ ফুটিয়া বলিতে উদ্যত, এমন সময়, কে এক জনা বলিল যে যদি আমাদের নশী বাবুর দ্বারাই চিকিৎসা ধার্য্য হইল তবে আর কালক্ষেপ কিজন্য হোচ্চে ? তন্মধ্যে জনৈকের সঙ্গে নশিরামের বোধ হয় কিছু বৈরভাব ছিল, সে বলিল সুতরাং, যতক্ষণ পর্য্যন্ত কাল স্বয়ং আসিয়া সেখানে না জুটছেন, ততক্ষণ কালক্ষেপ

সহজেই হইবে, পরে কাল তথায় আসিয়া প্রত্যাগমন করিলে তখন আক্ষেপ একাই থাকিবেন। এরূপ আমারও দুই চারি ক্ষেপ দেখা আছে, কাযেই সংক্ষেপে একটু সঙ্কেত করিয়া জ্ঞানকৃত পাপটা খণ্ডাইয়া রাখিলাম। এক্ষণে কর্ত্তার ইচ্ছা কর্ম্ম; এই কথাটী বলিবা মাত্র যেন ইংরাজ বাহাদুরের ড্যাম রাস্কেলের গঞ্জে আগুণ লাগ্‌ল। অর্থাৎ চতুর্দ্দিকস্থ মত্ত মহাত্মাগণের বদনবিগলিত ব্রিটীশ্ ভাষান্তর্গত ফুল্ ননসেন্‌স প্রভৃতি ভৎ´সনা সকল প্রজ্জ্বলিত অগ্নি স্ফুলিঙ্গ বৎ আসিয়া তাহার কলেবর জর্জ্জরিত করিলে; অগত্যা সে বাচারি নিস্তব্দ। অতঃপর ডাক্তার বাবু স্বীয় কৃতিত্ব বজায় মানসে, উহার কথিত বিষয়ের বৈপরীত্য ঘটাইয়া স্বগত খানিক তর্জ্জন গর্জ্জনের সহিত বক্তৃতা করিয়া সকলের সম্মতি ক্রমে, পোষাক পরিবর্ত্তনের জন্য একবার বাটীতে গেলেন; এবং দেখিতে দেখিতে পেণ্টুলুনের স্যুট পরিচ্ছদাচ্ছাদিত কলেবর মস্তকে ক্যাপ যুক্ত হুগলী ব্রিজের খালাশীর ন্যায়, হস্তে একটা পরামানিকের ভাঁড়ের আকার বোধ হয় সেটা পুলিষকেশের অগ্রগামী পকেটকেষ আর থোদ নশী বাবুকেও একটী নিকেষের মুহুরি বলিয়া ধরুণ, সুদু নশী বাবু কেন, বাঙ্গালায় মেলেরিয়ার বৎসর হইতে এইরূপ হাজার দুহাজার, তাহারা মাত্র মুদির দোকানে বসে দাতাকর্ণ পোড়ে পোড়ে আজ কাল্ এক এক জন দিগ্‌গজ ডাক্তার হোয়ে বসেছেন। যে রকম দৎ পৎ দেখা যায় বোধ হয় তাহারাও যম রাজার সর্দ্দার আম্‌লার মধ্যে পরিগণিত না হইয়া যায় না। আবার হাটু চাল্লার পর চালা স্বরূপ তাহাদের কতকগুলি শিষ্য ভেকাশ্রিত হওয়াতে

পল্লিগ্রাম প্রায় অহরহঃ হরিধ্বনিতে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। ফল কথা অধুনা যদিও বানরের হাতে খন্তার পরিবর্ত্তে পকেট কেশ দিবার অনুমতিটী ইংরাজ বাহাদুরের দ্বারা প্রদত্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু দোচোকো খুন কর্‌বার অনুমতিটীও সেই সঙ্গে দেওয়া থাকিলে কি মঙ্গলের বিষয় হইত, বিশেষ অগ্রে আমরাত গ্রামস্থ কয়েক ঘর ব্রাহ্মণ জুটে সকলেই ঐ বৃত্তি অবলম্বন করিতাম, নচেৎ ফলারের কষ্ট আর সহ্য হয় না, খুনের এক্তার টা হাতে থাকিলে ফিঃ কার্ত্তিক মাসে লুচি মোণ্ডার রেল লাগিয়ে দিতাম, এখনও না হয় এমত নয়, তবে কিনা নশী বাবুর সঙ্গে যোগ রাখিতে হয়, আর এখন হোতে হোলে সে বিষয়ে কিছু খরচ আছে, ভাল। সেটা না হয় ছান্দা বেচেই দেওয়া যায়।

কেদার নামে এটী ছোক্‌রা নশীরামের সসজ্জ শুভাগমন দেখিয়া কহিল, আঃ নিত্যলাল, তুমি কি বেহুঁশ ভাই, আর কাল বিলম্ব কেন ? ডাক্তার বাবুত প্রস্তুত হয়েছেন।

নিত্যলাল—বটে ভাই চল তোমাদের দুই চারি জনকে সঙ্গে যেতে হোচ্চে, নইলে আমার অবিভাবক আর কে ?

কেদার।—বিলক্ষণ, সেখানে কি আর বল্‌তে, আমারা যাবো বইকি নচেৎ সে কথা ধর্‌বার লোক আর কাকে পাবে।

নিত্য।—তা বটেত, ফেণ্ড কোন্ কাল্‌কার জন্যে, তার সাক্ষি দেখ না নশী বাবু আমার কে ভাই, উনিযে এই নেশাটী কুল্লে একটু জম্‌কে আস্‌ছে এমন

সময়, আপনার আয়েস ত্যাগ কোরে হট্ হট্ কোরে চোল্লেন কেন বল দেখি? এসময় বাপের খাতির থাকে না, বলনা ভাই সময়টী কি?

নশী।—সে যা হোক্ ভাই ছেলে হোলে কি খাওয়াবে বল্ল দেখি?

নিত্য।—আরে ভাই ছেলেই আগে হোক্—

নশী।—কেন, গর্ভে ছেলে নাই না কি!

নিত্য।—নাই কেন,

নশী। তবে কি ছেলে বেরুবে না মনে কচ্চো? কোনো চিন্তা নাই শর্ম্মা যখন চলেছেন তখন পেটথেকে ছেলে ছেড়ে ছেলের বাবাকে বেরুতে হবে!

নিত্যলাল, (সবান্ধবে সহাস্যে) বটেত ভাই এমন নইলে ডাক্তার, ইত্যাদি মাতালগণ পরস্পরে যখন এইরূপ এলো মেলো বক্তৃতা সূচক সোরগোল সহকারে যাইতে ছিল তখন গ্রামস্থ অনেক ভদ্র লোক দেখিয়াছিল বটে কিন্তু ঐ রূপ মাতালের ফ্লিট মধ্যে মধ্যে বক্‌তে বক্‌তে প্রায়ই গিয়া থাকে। তজ্জন্য কেহ জিজ্ঞাসাও করে নাই বরঞ্চ দুই একজন নশী রামের ডাক্তারি বেশ দেখিয়া ব্যঙ্গ-ছলে বলিয়াছিল এইযে নশে বেটাও চূড়ো ধড়া বেন্ধে চলেছে, ভাবে বোধ হয় ভিতরের সমাচার কেহই জানিত না।

এখানে নিত্যলালের মাতা পিতা যদিও নিত্যলাল কর্ত্তৃক ভর্ৎসনায় মর্ম্মান্তিক বেদনা পাইয়া ছিলেন বটে কিন্তু ছেলেটা তেতে পুড়ে এসে মুখে হাতে জল্‌টুকু পর্য্যন্ত দিলে না, রাগে রাগে কোথা কাকে ডাকতেই গেল না কি কোল্লে,

এদিকে বৌমা বেদনায় ছট্ ফট্ কোর্ত্তে লাগ্‌লো এবম্বিধ চিন্তায় ঘর বাহির করিতেছে এমত সময়, শ্রীরামচন্দ্র যেমন সদলে লঙ্কা প্রবেশ করিয়া ছিলেন, তদ্রূপ নিত্যলালের ফ্লিট সমাগম দৃষ্টে পাছে আবার ছেলের কাছে কোনো কশুর হয় তজ্জন্য গিন্নি নিজেই তাড়া তাড়ি একটা বিছানা বিস্তার করিয়া দিয়া সরিয়া পড়িলেন। ডাক্তার বাবু অমনি ইংরাজ ডাক্তারের সাদৃশ্যভাবাপন্ন মূর্ত্তিটী প্রকাশ পূর্ব্বক শিশ্ দিতে দিতে জুতা সমেত বিছানায় গিয়া যেন গজেন্দ্র ব্যাঘ্রের ন্যায় দক্ষিণ পদের হাঁটু তুলে থাবা গেড়ে বসিলেন। ঐ ব্যাঘ্রোপম ভয়ানক মূর্ত্তিটী যিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তিনি যদি সময় বিশেষে স্মরণ করিয়া ভয় পান, তবে গোস্বামীদিগের বিধানানুসারে মানসিক কল্পনা দ্বারা উহার দক্ষিণ করে একটি মিষ্টান্ন লড্ডুক প্রদান করিবেন, তখন অমনি ভয় ভঞ্জন লাড়ুয়া গোপালের কোমল ভাবাপন্ন মুর্ত্তি খানি তাহার হৃদয়ে আবির্ভাব হইবে সন্দেহ নাই।

অতঃপর নশীরাম, পেশেণ্ট কোথায়? পেশেণ্ট কোথায়? এই বলিয়াই সঙ্গে সঙ্গে গাত্রোত্থান করিলেন, অমনি নিত্যলালও সেই উদ্যমে গাত্রোত্থান করতঃ ডাক্তারকে সঙ্গে লইয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন সেই অবগুণ্ঠনবতী ধৈর্য্যের সহিত লজ্জাকে বিসর্জ্জন দিয়া কাতর স্বরে চীৎকার এবং ছট্ ফট্ করিতেছে নিকটে কেহই নাই, বোধ হয় তজ্জন্যই অধিকতর যন্ত্রণাগ্রস্ত হইয়াছে। সেই সময় দুই যম দূত কালান্তের শমন দূরে থাকুক খাড়া ওয়ারিণ লইয়া অর্থাৎ পকেটকেশ হস্তে দর্শন দিলেন। মনোরমা একে

অতি সুখিমেয়েমানুষ তাতে আবার অস্ত্রাদির সাহায্যে প্রসব করাইবার প্রকরণটা সবিশেষ অবগত থাকায়, তাহাদিগকে দেখিয়া তাহার আত্মা পুরুষ উড়িয়া গেল, দেহ কাষ্ঠবৎ হইল মূহুর্মূহু চীৎকারের সহিত মূর্চ্ছার লক্ষণ লক্ষিত হইতে লাগিল, তদ্দর্শনে ডাক্তার বাবু ঈষৎ হাস্য করিয়া আনুষঙ্গিক কোনো বিচক্ষণ বান্ধবের প্রতি ইঙ্গিত দ্বারা তাঁহার নিজের গ্লশকেশ হইতে একটা শিশি ও এক খানি রুমাল আনিতে আদেশ করিলেন ; কারণ অস্ত্রাদি সঞ্চালনের সময় নড়া চড়া ইত্যাদি ব্যস্ততা দ্বারা ব্যাঘাত হইতে না পারে ইহাই উদ্দেশ্য।

পাঠকগণের মধ্যে যিনি নশীর মত ডাক্তারি বিদ্যায় সম্পূর্ণ সুশিক্ষিত, তিনি উক্ত গর্ভবতীর সুচিকিৎসা বিধায়ক অত্যাবশ্যকীয় এবং ঠিক ঐ সময়ের প্রযোজ্য রুমাল সহিত শিশি স্থিত ঔষধটীর নাম এবং প্রয়োজন, বিশেষ বুঝিয়াছেন বটে,কিন্তু আমার মত অশিক্ষিত পাঠকদের বুঝাইবার জন্য প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম, ঐ শিশি স্থিত ঔষধের নাম ( ক্লোরোফরম ) এই বলিয়াই আমার হৃৎকম্প হইতেছে অধিকন্তু উহার ব্যবহার বলিতে গেলে পাছে, তুমি বেটাই দেশের গর্ভবতী গণের হত্যারূপ সুপ্রসবের মূলীভূত মন্ত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছ বলিয়া পুলিষ তাড়াহুড় করেন, সেই আশঙ্কায় ক্ষান্ত হইলাম। যাহা হউক এক্ষণে এই অবলা রমণীর জোর কপাল বলিতে হইবে, যে নশীরামের শিশিরাম আসিতে যে বিলম্ব টুকু ঘটিয়াছিল সেই অবকাশে ভবশঙ্কর বাবুর পূর্ব্বোক্ত মাতুল লোক পরম্পরায় স্বীয় নাতিনীর

প্রসব বেদনা ঘটিত যাতনার সংবাদ পাইয়া অতি ব্যস্ত সমস্ত হইয়া, একটী ভৃত্য সহ নিত্য লালের বাটীতে আসিয়া পৌহুছিলেন; এবং সঙ্গে সঙ্গে ক্লোরোফরমের শিশী বাহক বন্ধুও বাটী প্রবেশ করিলেন। নিত্য লাল আগন্তুক দাদা শ্বশুরকে দেখিয়া একটু কুণ্ঠিত হইলেন এবং তিনিও আগত মাত্রে সরঞ্জাম দৃষ্ট ভাব গতিক সমস্ত উপলব্ধি করিয়া,আনুপূর্ব্বিক অধিক কিছু জিজ্ঞাসা নাকরিয়াই কহিলেন; ডাক্তর বাবু, এক্ষণে ইহার সুপ্রসবের নিমিত্ত কি ব্যবস্থা করিতেছেন? তৎ শ্রবণে নশীরাম বিড়ালের লাঙ্গুলে সহসা পদার্পণ করিলে যেমন, বহিষ্কৃত দন্ত বিশিষ্ট বিকৃত বদনে অতি স্বামিন্ট গোছ একটী শব্দ করে, তদ্রূপ শব্দ সহকারে বলিলেন, হুঁঃ তোমার কাছে আবার চৌদ্দ পুরুষের শ্রাদ্ধ আরম্ভ করি, এদিকে ছেলেটা তো গেছে, পোয়াতিটেও যায়, এই বলিয়া শশব্যস্তে ক্লোরোফরমের শিশি লইয়া রুমাল গুছাইয়া ঢালিতে উদ্যত হইলেন, তদ্দর্শনে উক্ত সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ আগন্তুক মহোদয় সহসা ক্রোধে ঘোর নির্ঘোষিত বজ্র সংলগ্ন তৃণ রাশির ন্যায় প্রজ্জ্বলিত হইয়া উহার হস্ত হইতে ক্লোরোফরমের শিশি কাড়িয়া লইলেন, এবং পকেট কেশটা দূরে নিক্ষেপ করতঃ, বার্দ্ধক্য প্রযুক্ত বিশেষ পারিতোষিকের অভাবে গল দেশে মাত্র একটী শম্ভুশিরসৌন্দর্য্য শশিকলা সংযোজিত করিয়া বহির্দ্দেশে আনয়ন করিলেন।

তাহাতেই বাছাধনকে চারি পাঁচজনে ধরাধরি করিয়া তুলিতে হইয়াছিল। তৎসূত্রে তাহাদের পরস্পরে একটা

বিষম কলহ উপস্থিত হইল, এবং সেই সময় মধ্যে ভবশঙ্কর বাবুর মাতুল মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার ভৃত্যকে সঙ্কেত ক্রমে পুলিশে সংবাদ দিতে কহিয়া ছিলেন, দেখিতে দেখিতে পুলিশ সমেত গ্রামস্থ ভদ্র লোকে বাড়ী পরিপূর্ণ হইয়া গেল। মুখোপাধ্যায় মহাশয় আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন। কথা প্রায় শেষ হইয়া আসিল, এদিকে নিত্য লালের জননী আনন্দ সূচক চীৎকার সহকারে বলিলেন বাবা নিত্য লাল, তোমার একটী পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। বেহাই মহাশয় আর বিবাদে কায নাই, ও হতভাগ্যদের ছেড়ে দাও, এবম্বিধ কথোপকথনের পর, সে কাযের শেষ সীমায় কি ফল ফলিল ততদূর বলা অনাবশ্যক বোধে ঐ বিবেকী বৈরাগী নিরস্ত হইলেন। তখন কলিরাজ উত্তর করিলেন বাবা? তোমার নিকট যাহা যাহা শুনিলাম, ইহা আমার যথেষ্ট তুষ্টিসাধক হইয়াছে সন্দেহ নাই, অধিকন্তু অত্র যুগ মাহাত্ম্যে সুরা প্রসাদাৎ যে সকল বিশেষ বিশেষ ঘটনা গুলি অত্যাবশ্যকীয় তৎ সমুদায় পল্লীগ্রাম দূরে থাকুক আমার স্বনামকল্পিত কলিকাতা সহরে পর্য্যন্ত অদ্যাপি সর্ব্বত্র সমভাবে সংঘটন হইতেছে না, দেখিয়া আমার মন বড় ব্যাকুল হইতেছে। ইহা শুনিয়া ঐ বিবেকী বৈরাগী জিজ্ঞাসা করিল, সে সকল ঘটনা গুলি কি? মহাশয় বিস্তারিত আমার নিকট যদ্যপি বর্ণন করেন তাহা হইলে আমি তাহার কতদূর ফলিয়াছে আর কি পরিমাণে অপেক্ষা আছে বুঝিতে পারি।

---

কলি রুবাচ।

বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণগণ, যাবনীক আচরণ,
করিতে কুণ্ঠিত না হইবে।
অশেষ বিদ্রূপ ঠাটে, শূদ্র গণ বেদ পাঠে,
মাল সাটে মাটী ফাটাইবে॥
জারজ সন্তান সব, সবে করি পরাভব,
সরোজ সমান শোভা ধরি।
বসিবে সভার মাঝে, জয় করি গজরাজে,
গর্জ্জে যেন কাননে কেশরী॥
বাড়িবে ষণ্ডের দল, পাষণ্ডের কোলাহল,
চারি দিকে চলিবে বিচার।
সবাই স্বয়ং সিদ্ধ, কেহ ব্রহ্ম কেহ বুদ্ধ,
কেহবা চৈতন্য অবতার॥
কেহ কৃষ্ণ কেহ খৃষ্ট, ইতো ভ্রষ্ট ততোনষ্ট,
ভ্রষ্টতায় ভারত ভরিবে।
মজিবে আবাল বৃদ্ধ, কে করিবে কার শ্রাদ্ধ,
খোলা কেটে ব্রাহ্মণ মরিবে॥
জাতীয় গৌরব যাবে, যবনান্ন সবে খাবে,
ফিরে যাবে শ্রীমুখের রুচি।
ব্রাহ্মণের পাক কার্য্য, লইবে চাচার চার্য্য,
ভবনে যবন বাবরুচি॥
ধোপা কলু মুচি মালী, কায়স্থ ব্রাহ্মণ তেলী,
পরস্পরে বিবাহ চলিবে।

ষোড়শী হইলে গৌরী, হইবেন ইচ্ছা বৌরি,
একাকারে কে কারে বলিবে ॥
পরীক্ষা প্রণয় যাগে, কোর্টসিপ হবে আগে,
মনে লাগে তবে তিনি পতি ॥
নতুবা দ্বিতীয় রাত্রে, দ্বিতীয় প্রেমিক পাত্রে,
মনোনীত করিবেন সতী ॥
এই মত ইচ্ছাধীন, কাটাইবে কিছু দিন,
স্বাধীন হইয়ে সোহাগিনী।
জুটিবে কোন অবতার, পুড়িবে কপাল কার,
সাবিত্রী পাইবে প্রণয়িনী ॥
কবে সে সুদিন হবে, দেশী নাম ঘুচে যাবে,
মিশিবে বিলাতি পালে পাল।
যত ছাঁচি পাঁচ পাঁচী, সদি খুদি পদি পাঁচী,
বিবি হবে ঘুচিবে জঞ্জাল ॥
বিবি রূপা জায়া যিনি, আয়া তার মেহরাণী,
খান সামা সদরদ্দী মেঁয়া,
আশে পাশে বেড়াইবে, ঘোমটা দিতে এড়াইবে,
যত বেটী বজ্জাৎ বকেয়া ॥
কোন কোন ভাগ্যধর, মদেতে করি নির্ভর,
স্বতন্তর আমোদে ঝুঁকিবে।
সাহেবী ফ্যাসন্ প্রতি, বিচেষ্ট হইয়ে অতি,
রতি বসে মতি মিসাইবে ॥
অজাদির আচরণ, করিবে অনুসরণ,
লজ্জায় পলাবে লজ্জা ছুটে।

শাসনে হয়ে বিরত, পিতা মাতা মৌন ব্রত,
ধরিয়া রহিবে কর পুটে ॥
জগতে জননী ভিন্ন, সম্পর্ক বিচার শূন্য,
হয়ে যত পামরের দল।
নিবৃত্তি করিবে কাম, পশু বৃত্তি অবিরাম,
যার যত প্রবৃত্তি প্রবল ॥
এবম্বিধ অত্যাচার, বাকি না থাকিবে আর,
সে দিন আমার আশা পূর্ণ।
তবে নাম ধরি কলি, নতুবা বৃথা সকলি,
হইবে এসব দর্প চূর্ণ ॥

কলির মুখে এই প্রকার শুনিয়া, ঐ বিবেকী বৈরাগী উত্তর করিলেন, মহাশয়, যে সকল ঘটনা আবশ্যম্ভাবী বলিয়া উল্লেখ করিলেন, তাহাত প্রায়ই অপেক্ষা নাই দেখা যাইতেছে; কিন্তু এই সকল যে সর্ব্বতোভাবে জগতের সকল মানবের প্রতি লক্ষিত হইবে, বা হইতেছে, এরূপ মনে করা আপনার ভ্রম, কারণ যিনি কলির এবং জীবের নিয়ন্তা তিনি যে কলির জীব গণের উদ্ধার জন্য কোন উপায় করিয়া রাখেন নাই এমত নহে, যিনি যিনি সেই উপায় অনুসরণ করিবেন তাঁহারা অনায়াসে রাহুগ্রস্ত শশী যেমন আপন উজ্জ্বল জ্যোতিঃ প্রভাবে পুনর্মুক্ত দৃশ্য হন, তদ্রূপ কালরূপ রাহু গ্রাস হইতে স্বকীয় সাধন জ্যোতিঃ অবলম্বনে অবশ্য অবশ্য মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হইবে। যদি বলেন তাহা কিরূপ সম্ভব, আমি প্রথমতঃ মোহ সংঘটিত মহিমা জাল বিস্তার ক্রমে জীব সকলকে বেষ্টন করতঃ তাহাদের চিত্ত

বিভ্রম ঘটাইয়া যখন জাল আকর্ষণ করিব, তখন সকল পথ রুদ্ধ করিবা মাত্র এক দিকে ধর্ম্মদ্বার এবং অপর দিকে অধর্ম্ম দ্বার দুই দিকে দুইটী উদ্‌ঘাটিত রাখিয়া, ধর্ম্ম দ্বারে যন্ত্রণা জড়িত বিভীষিকার সহিত দুঃখকে এবং অধর্ম্ম দ্বারে ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ সুখকে সবান্ধবে সম্বদ্ধ রাখিয়া দিব সুতরাং সকলেই ঐ দৃষ্ট সুখের লালসাতে নিশ্চয়ই অধর্ম্ম দ্বারে নীত হইবে। দ্বিতীয়তঃ সুরা, যবন, বেশ্যা, অভক্ষ্য, প্রলোভন প্রভৃতি চর নিয়োজিত করিয়া লোককে পুনঃ পুনঃ বাধা করিতেও ক্রুটী করিব না। তাহা হইলে ঐশ্বর্য্য লুব্ধ মানব কিরূপে এই অখণ্ডনীয় ঐন্দ্রজালিক নিয়ম অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবে? তবে ইহাও আপনার দ্বিতীয় ভ্রম; কারণ বেদ, শ্রুতি, পুরাণ, তন্ত্র, প্রভৃতি শাস্ত্র সমূহ যাহা জগদীশ্বরের আজ্ঞায় জগতের হিতার্থে অদ্যাপি পুস্তকাকারে বিদ্যমান রহিয়াছে, আবার ঐ সকল শাস্ত্রের মর্ম্মার্থ রূপ অমৃতময় ভাণ্ডারের প্রবেশ পথ ভবিষ্যতে অস্মদাদির ন্যায় সামান্য জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি দিগের পক্ষে দুরূহ হইবে বিবেচনা করিয়া পূর্ব্বাচার্য্যগণ নানা প্রকার ব্যাকরণ অলঙ্কার সাহিত্য দর্শনাদি উপকরণ সমষ্টি দ্বারা ঐ প্রবেশ পথের সোপান নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন। তখন বিবেচনা করিয়া দেখুন যে সকল ভাগ্যধর ঐ সমস্ত শাস্ত্রাধ্যয়নে রত হইবেন, তাঁহাদের মধ্যে কতিপয় মহাত্মার জ্ঞানচক্ষু অবশ্যই উন্মীলিত হওয়া সম্ভব। তাঁহারা শাস্ত্রে কলির আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত সমস্তই অবগত হইবেন, সুতরাং কলি সংক্রান্ত সকল, প্রকার দুরভিসন্ধিও তাঁহারা বিদিত থাকিলেন আর গোপন

করিবার ক্ষমতা রহিল না। কারণ আপনি বলিতে পারেন না যে শাস্ত্রে আমার আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত ও মনোবৃত্তি অবগত হইতে পারা যায় না, যে হেতু ইহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

সমানতঃ দেখুন যদি চোর কোন গৃহস্থাশ্রমে চুরি করিতে যায়, আর গৃহস্থ ইতি পূর্ব্বে, ঐ চোর তাহার গৃহে সেরাত্রে চুরি করিবে, এবং কি কৌশলে চুরি করিবে তৎসমুদায় অবগত থাকে, তবে গৃহস্থের সতর্কতা নিবন্ধন যেমন চোরের উদ্দেশ্য সাধন হয় না, তদ্রূপ শাস্ত্রজ্ঞ ধার্ম্মিক ব্যক্তিদিগের নিকট আপনকার উদ্দেশ্য বিফল হইতে পারে। কারণ যদি তাঁহারা ঐ সকল শাস্ত্রাদির নিয়োগানুসারেই আবার স্ব স্ব নিষ্কৃতি কামনায় তাহার প্রতিবিধানে যত্নবান্ হন তবে সহজেই সক্ষম হইতে পারেন। বিগত সত্য ত্রেতা দ্বাপর অপেক্ষা কলির যাজন যে অতি সুলভ তাহা বলা বাহুল্য যে হেতু যখন সকল শাস্ত্রের সামঞ্জস্যরূপে যুগধর্ম্মের যাজন নির্দ্দেশ এইরূপ হইয়া আসিয়াছে, যথা—

সত্যে ধ্যায়তে বিষ্ণুঃ, ত্রেতায়াং যজতে মখৈঃ,
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং, কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥

তখন কলির যাজন অপেক্ষা সুলভ আর কোন যুগেই যে ছিল না ইহা আর কেনই বা বলিতে হইবে।

অধিকন্তু যদি বলেন আমার মাহাত্ম্য গুণে শাস্ত্রাদির লিখন সমস্ত কাল্পনিক বোধে লোকের শ্রদ্ধার ত্রুটী জন্মাইবে, সুতরাং তাহার অনুসরণ করা দূরে থাকুক, বরঞ্চ শাস্ত্রকারদিগকেও স্বার্থপরতন্ত্র পক্ষপাতী প্রভৃতি ব্যঙ্গোক্তি সূচক দোষারোপ দ্বারা ভর্ৎসনা করিয়া লোকে শাস্ত্রপাঠ হইতে

বিরত থাকিবে। সেকথা কদাচই সম্ভবপর নহে; কারণ সকল ধর্ম্মেরই নিয়োগকর্ত্তা একজন ঈশ্বর, তিনি সৃষ্টি সময়ে জগতকে যতই ভিন্ন ভিন্ন করিয়াছিলেন জগতের লোকের দিব্য গতির উপায় স্বরূপ উপাসনাও তত বিভিন্ন করিয়া ছিলেন, সুতরাং সেই সকল উপাসনা কার্য কি কি প্রণালীতে নির্ব্বাহ হইবে তাহার নির্ঘণ্ট নিমিত্ত সেই সেই উপাসক দিগের আদিবংশে কোন কোন মহাপুরুষকে আপন ঐশিক শক্তি প্রদান দ্বারা সকল প্রকার শাস্ত্ররূপ সদুপায় আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। যেমন হিন্দুদিগের শাস্ত্র উল্লিখিত হইল, তেমনি মুসলমানদিগের শাস্ত্র কোরাণ খৃষ্টানদিগের শাস্ত্র বাইবেল ইত্যাদি; কিন্তু আর্য্য হিন্দু জাতিদিগের শাস্ত্রমধ্যে নানাপ্রকার মত ভেদ দৃষ্টে কোন সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞপুরুষ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

বেদা বিভিন্না স্মৃতয়ো বিভিন্না
নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং,
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥

অতএব মহাজন যে কে অগ্রে তাহারই নির্ণয় করা আবশ্যক, সুতরাং বিবেচনা করিতে হইবে মাত্র এই কলি যুগে জীবের পরিত্রাণের এক মাত্র উপায় স্বরূপ এবং সর্ব্ব শাস্ত্রের সামঞ্জসীভূত যে ধর্ম্ম যাজনের ক্রম তাহা কোন মহাত্মা কর্ত্তৃক প্রদর্শিত হইয়া ভক্তের মনের দ্বৈধ রূপ অন্ধকার বিনষ্ট হইয়াছে, অর্থাৎ যে শ্রীচৈতন্যের কৃপায় ভক্ত মাত্রেরই চিত্তে এবম্বিধ অতি অপূর্ব্ব বিশুদ্ধ চৈতন্যের উদয়

হওয়াতে, হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা। এই কলি যুগোচিত ধর্ম্মের সার মর্ম্ম হরিভক্তিবিধায়িনী গ্রন্থ হইতে গৃহিত এবং প্রচারিত হইয়াছে তিনিই মহাজন। এস্থলে নাস্ত্যেব শব্দটী বারত্রয় বলাতে ইহাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে সত্যে ধ্যায়তে বিষ্ণুঃ কলৌ নাস্ত্যেব, ত্রেতায়াং যজতে মখৈঃ কলৌ নাস্ত্যেব; দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ নাস্ত্যেব, মাত্র হরের্নামৈব কেবলং।

এখানে কলির যাজন নির্দ্দেশের সঙ্গে সঙ্গে যেমন মহাজন নির্দ্দিষ্ট হইল তদ্রূপ অত্র কলি যুগোচিত ধর্ম্ম লক্ষণ প্রদর্শক যে যে শাস্ত্র নির্দ্ধারিত আছে তত্তৎ সম্বন্ধে জয় মুনি ভারতে স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখিত আছে। যস্মিন্ শাস্ত্রে পুরাণে বা হরিভক্তির্ন দৃশ্যতে ন শ্রোতব্যং ন বক্তব্যং যদি ব্রহ্মা স্বয়ং বদেৎ। অর্থাৎ মাত্র হরিভক্তিপ্রদায়িনী গ্রন্থই কলিযুগের নির্দ্দিষ্ট শাস্ত্র স্বরূপে গণ্য। এই সমস্ত ঐহিকের পরমানন্দ জনক এবং পারত্রিকের পরম গতি প্রদায়ক শাস্ত্রাদিকে কাল্পনিক বোধে তাচ্ছল্য বশতঃ লোকে তাহা অনুশীলনে বিরত থাকিবে ইহা আপনার তৃতীয় ভ্রমাত্মক কল্পনা। যে হেতু যাহারা গুরু পরম্পরায় কলির উদ্দেশ্য অবগত তাহারা যে তৎকর্ত্তৃক পাপ রূপ মহা রোগাক্রান্ত হইয়াও রোগের প্রতিবিধান পক্ষে যত্ন করিবেনা ইহা অতি অসম্ভব। সামান্যতঃ দেখ লোকে রোগগ্রস্ত হইবার উন্মুখ অবস্থাতেই ব্যাধির পরিণাম ফল পর্য্যালোচনানন্তর ত্রাসিতান্তঃকরণে, কোথায় বৈদ্য কোথায় ঔষধ কোথায় অনুপান কোথায় পথ্য ইত্যাদি

সংগ্রহের জন্য যে রূপ ব্যগ্রতা প্রকাশ করে তাহা পরিজ্ঞাত থাকিয়া কোন বিচক্ষণ এবম্প্রকার প্রত্যুত্তর প্রদানে বাধ্য না হয়।

কলি কহিলেন বাপু হে! বল দেখি প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত আর আনুমানিক দৃষ্টান্ত ইহার মধ্যে কোন টা গ্রাহ্য? আমি জানি তোমার বক্তৃতায় যে যে গুলি সম্ভব বলিয়া উক্ত হইল সকলই সত্য, কিন্তু আমার ষড যন্ত্র অতিক্রম করা তোমার পূর্ব্বোক্ত উদাহরণের ন্যায় কথায় যাদৃশ সম্ভব, কার্য্যে তাদৃশ হইলে, তোমার মতে আমার প্রাচুর্ভাব কিছুই নাই ইহাই সপ্রমাণ; কিন্তু প্রত্যক্ষ দেখ দেখি।

এই যে বিচিত্র বিশ্ব প্রকাণ্ড যাহার দৃশ্য,
দেখ চিত্তে চিত্রিত করিয়া।
ঘুচিবে স্বীয় প্রাধান্য, অথচ না হবে ক্ষুণ্য,
ভিন্ন ভিন্ন নরে নিরখিয়া॥
রবে অভিমান দূরে, দেখে মুণ্ড যাবে ঘুরে,
রিপুগণে রাখিবে হৃদে ধরি।
যারে ভাবিয়াছ মিত্র, প্রাণাধিক প্রিয় পাত্র,
নেত্র শূল সে হবে তোমারি॥
বাহ্যিকে যে ভাব যার, আন্তরিক ব্যবহার,
ঠিক বিপরীত টের পাবে।
করিয়ে ধার্ম্মিক ভান, কেহ প্রাধান্য ফলান,
কেহ অন্য কেহ অন্নাভাবে॥
নাসাগ্র কেশ পর্য্যন্ত, হরি মন্দিরাদ্য প্রান্ত,
হরি নামাঙ্কিত তনু খানি।

করেতে নামের ঝুলি, মুখে হরি বোল বুলি,
শিখরে সুন্দর সূক্ষ্ম বেণী ॥
দেখান স্বভাব সিদ্ধ, উদারতা হদ্দ মুদ্দ,
বিশুদ্ধ চরিত্র রীতি মত।
ভিতরে ইতর নীতি, কাপট্য লাম্পট্যে ব্রতী,
তদন্ত করিলে জ্ঞান হত ॥
কেহ বা সংসার ছাড়ি, গেরুয়া বসন দাড়ি,
রুদ্রাক্ষ বিভূতি করি সার।
দণ্ড কমণ্ডলু করে, মুখে বাক্য হরে হরে,
যারে ভাব বিহীন বিকার ॥
এদিকেত হবিষ্যাশী, কিন্তু অতি অবিশ্বাসী,
বিশ্বাসঘাতক বিশেষতঃ।
হয়ে লোভ পরতন্ত্র, তন্ত্রোক্ত মারণ মন্ত্র,
সহযোগে সদা যোগে রত ॥
তাহেতো সকলি হয়, ভণ্ডতার পরিচয়,
হয় নয় দেখহ প্রত্যক্ষ।
পাপস্পর্শ আছে যাতে, সে কায প্রভুর হাতে,
গোপনে সম্পন্ন লক্ষ লক্ষ ॥
ইহা ভিন্ন সাধারণে, চলিতেছে যে ধরণে,
ঠেকিবে যে দিন টের পাবে।
তবে যে দুদিন কাল, জড়াইয়ে মায়া জাল,
এসে যায় আপন অভাবে ॥
অভাব হইলে পূর্ণ, স্বভাব হইয়ে ভিন্ন,
স্বভাবে হইবে পরিণত।

আর না পাইবে ধরা, গৌরব ভুবন ভরা,
ভেবে রবে নীরবে নিয়ত ॥
এখন সময় নাই, এ কথাটী বলা চাই,
পিতা যদি ডাকে সন্তানেরে।
অন্যপরে কা কথা, পড়ে গেছে মাথা ব্যথা,
কৃতজ্ঞতা রাখি দেয় দূরে॥
দশ মাস গর্ভে ধরা, এই মাত্র ঋণী তারা,
মাতার গুদাম ভাড়া যেটী।
খতাইয়ে দেয় তাই, তবু বলে মারা যাই,
রেহাই যদ্যপি দেয় বেটী॥
কহে করিয়ে ভ্রূকুটী, পিতার পালন ডিউটী,
এদিকে বিবির বিউটী জন্য।
কণ্ঠী চাই মুকুতার, শুভ্র বদরীকাকার,
সে দায়ে না হন তিনি দৈন্য ॥
বাঁধিলে গার্ডেন ফিষ্টী, একুসা ব্রাণ্ডীর লিষ্টী,
ফ্রেণ্ডের মনস্তুষ্টি যাতে।
দেখে সে পক্ষের ঘটা, চক্ষের পাতক যেটা,
পলাইয়ে যায় যক্ষ হাতে ॥
থাকিলে বাগানে বাই, অগ্রে আবশ্যক বাই,
একথা কাহার নাই জানা।
মাতিয়া মাতাল দলে, আনে বাই দলে দলে,
দ্বারে অবারিত বারাঙ্গনা॥
সেখের স্বপাক খাদ্য, সলোম লাঙ্গুল সুদ্ধ,
বিশুদ্ধ পানীয় সহকারে।

সেনের ভবন হোতে, চিটীর র‍্যাড্রেস মতে,
উদ্যানে উদয় একেবারে ॥
এরূপে হইয়ে বাধ্য, পয়সার পৈত্রিক শ্রাদ্ধ,
করিতে কুণ্ঠিত নন মনে।
দৈবেতে পিতা পীড়িত, হন যদি শয্যাগত,
মারা যান্ ঔষধ বিহনে ॥

এই কথা শুনিয়া বিবেকী বৈরাগী উত্তর করিলেন, মহাশয়! যদি আপনি সাক্ষাৎ কলি বলিয়া আপনার প্রকৃত অনুধাবন শক্তি দ্বারা গৃহীত বিষয় গোপন রাখিয়া, পরাপরের বিরুদ্ধ বাদী হইবেন মানস করিয়া থাকেন, তবে ঐ কথাই আমার শিরোধার্য্য; মিছে বাক্ বিতণ্ডা বাড়াইবার আবশ্যকতা নাই। আব যদি উহা তর্কদ্বারা মীমাংসিত হইয়া প্রস্তাবিত বিষয়ের সার সংগ্রহ করা আপনকার অভিপ্রেত হয়, তবে বিবেচনা করিয়া দেখুন একেবারে দোষাংশ বর্জ্জিত হইলে মানবের সঙ্গে ঈশ্বরের প্রভেদ কি থাকিল। অপাপস্পর্শী মনুষ্য প্রকৃতি কখনই সম্ভবপর নহে

সাঙ্কেত্যং পারিহাস্যম্বা স্তোভং হেলন মেববা
বৈকুণ্ঠনামগ্রহণ মশেষাঘহরং বিদুঃ।

অতঃপর বিবেকীর মুখ বিনিঃসৃত এই কয়েকটী শব্দ যেন সহসা সুতীক্ষ্ণ তীর ফলকের ন্যায়, কলির কর্ণ বিবর দ্বারা প্রবেশ পূর্ব্বক, অন্তঃকরণের অসদ্বৃত্তি সকলকে একে একে বিদ্ধ করতঃ নিস্তেজ করিয়া দিল। অগত্যা কলি স্বীয় পূর্ব্ব-প্রস্তাবিত পাপপঙ্কপরিলিপ্ত তর্কের পথ সমূহ বিষম কণ্টকাকীর্ণ দেখিয়া শঙ্কিতান্তঃকরণে তৎক্ষণাৎ শরণাগতের ন্যায়

গলবস্ত্রকৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক বিবেকীর প্রতি সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে মহাভাগ! আমি পরাস্ত হইলাম, এবং নিরস্ত থাকিলাম, কিন্তু আপনার এই সকল অকাট্য সিদ্ধান্ত আমাকে যাদৃশ নিরুত্তর করিল, তাদৃশ আমার অধিকৃত মানব মণ্ডলে ক্ষমতাবান্ হইবে ইহা ভ্রমেও মনে আশা করিও না; তবে সুনির্ম্মল হরি নামের পবিত্র স্রোত আমার চরমাবস্থা পর্য্যন্ত যে ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতে থাকিবে তাহা আমি বিলক্ষণ জানি, সুতরাং যে মহাত্মা সেই স্রোতে নিষ্কপটান্তঃকরণে ভাসমান হইবেন তিনি অবশ্যই ঈশ্বরের নিকট নিষ্কৃতি লাভের অধিকারী বটেন, ইহা অকাট্য সিদ্ধান্ত, এবং সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত।

এইস্থলে গ্রন্থোল্লিখিত প্রস্তাবের মীমাংসা সম্বন্ধে, কলিও বিবেকী বৈরাগীর বক্তৃতা শেষ হইল। অতঃপর সমাজের সুগোচরার্থে যাহা কিছু লিখিত হইতেছে, তাহাতে দেশকাল পাত্রানুসারে যদিও ফলের আশা কিছুই নাই সত্য, তত্রাচ আমার এই গ্রন্থের পাঠক পদাভিষিক্ত হইবার উপযুক্ত জ্ঞানবিশিষ্ট বন্ধুবর্গের উপর অভিমানী হইয়া বিধাতা কলি ও সুরার প্রতি আক্ষেপোক্তি বিধায়ক যে উপদেশ বাক্য প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলাম তাহা কদাচই অপাত্রে বিন্যস্ত হইবে বোধ হয় না।

কিকর বিধাতা হায়! কোথায় যাইব,
যে দেখি ভয়াল কাল কলির প্রতিমা,
ভক্তি উপহারে তারে কেমনে তুষিব,
কিমুখে গাইব তার গুণের গরিমা।

চরাচরে ফেরে যত অনুচর তার,
আমাদেরি দেহ মন করিয়া আশ্রয়,
ক্রমশঃ বাধিত করি করে কদাচার,
নাজানি কাহার কাছে পায় পরাজয়।
ছয় রিপু ছয় করে ধরিয়াছে ঢাল,
তরবারি লইয়াছে অন্য ছয় করে,
পলাইতে পথ নাই শত্রু হামেহাল,
স্বকরে শাসিছে যেন স্বকীয় কিঙ্করে।
বিষম জবরদস্ত ইন্দ্রিয়াদি অঙ্গ,
বিষবিলেপিত সূক্ষ্ম সূচাগ্র সমান,
অঙ্কুশে করিছে বিদ্ধ মানস মাতঙ্গ,
ছিঁড়িয়া শৃঙ্খল যায় যথা অপমান।
কোথায় কুশল হায়! কোথায় কুশল,
সকলি মজিল কাল কলির কুহকে,
দিনে দিনে দেখি আরো অধিক প্রবল,
ভ্রমে অন্ধ হয়ে বাধ্য হইতেছে লোকে।
এইযে মদের ধূম উঠিয়াছে ভারি,
উল্লাসে মাতায় মন পরশনে যার,
ছদ্মবেশী কলির প্রধান সহকারী,
বর্ণিব সকল গুণ কি গুণে তাহার।
প্রকৃতি প্রধান শক্তি সকলের সার,
তাহার বিকৃতি করে যে বস্তুর গুণে
সুদুর্লভ জ্ঞান রত্নে করি ছার খার,
পোড়ায় মনুষ্য মূর্ত্তি অধর্ম্ম আগুনে।

ধন্যা সে মোহিনী শক্তি সুরা যার স্বামী,
ভুবন ভুলায়ে রাখে কুহকিনী প্রায়,
ধন্য হে গরল পূর্ণ তরলাংশ তুমি,
মোহিত করিলে ক্ষিতি নিজ মহিমায়।
জটে ধোরে রাখিয়াছে ডাক্তারের পাল,
বান্ধিয়াছ পোষা পশু প্রায় পাশা পাশি,
নাহি জ্ঞান পাত্রাপাত্র নাহি কালাকাল,
একে একে লাগাইয়ে টানিতেছ ফাঁশি।
জগতের সার যাহা জীবন সম্বন্ধ,
সমর্পিত আছে যেই ডাক্তারের করে,
সেই সূক্ষ্ম জ্ঞান চক্ষু করিয়াছ অন্ধ,
বুঝি সদা সদালাপ করি সমাদরে।
বিষ কুম্ভ পয়োমুখ সম মিত্র তুমি,
চিনিতে নারিল ভেড়া বাঙ্গালীর দল,
সেই দোষে রসাতল যায় বঙ্গ ভূমি,
সেই দোষে দিনেদিনে এত অকুশল।
আমি বুঝি এই দর্প জাগে যার মনে,
আমি জানি যথার্থ জ্ঞানান্ধ সেই জন,
যে বলে অচল হবে আমার বিহনে,
অযোগ্য জগতে সেই অবজ্ঞা ভাজন।
অসার অস্মদ্ শব্দ অগণ্য সংসারে,
আমি বোলে পার পাও তবু ক্রমাগত,
না দেখ ভাবিয়ে কেন না আন স্বীকারে,
হোতেছ স্বকীয় শূলে স্বয়ং ব্যথিত।

আমি কি আমার বন্ধু তুমি কি তোমার,
এই প্রশ্ন কর সূক্ষ্ম জ্ঞানের নিকট,
উত্তর শুনিলে তুমি হবে নির্ব্বিকার,
প্রত্যক্ষ অহং মূর্ত্তি দেখিবে বিকট
ঘূরিছে সংসার চক্র কালের শাসনে,
বক্র সোজা বোঝা ভার অনিবার গতি,
রবি শশি দিবা নিশি আপন আসনে,
অচলে সচল ভাবে সচঞ্চল মতি।
পদে পদে প্রমাদ সঘনে ঘটে ভ্রম,
মনে বিচারিয়া যেটা ভাবা যায় হিত
দেখিতে দেখিতে ক্রমে দেখি ব্যতিক্রম,
হয়তো ফলিল ফল ঠিক বিপরীত।
তাই বলি ভারত সন্তান সবে চল,
পরের পঙ্কিল পথে গতাগাত ছাড়ি,
মহাজন যেই পথে সেই পথই ভাল,
দেখায়োনা ভাঙ্গিয়া হাটের মাঝে হাড়ি।
চুপে চুপে চলে যাও করি আত্মসার,
ছুঁত না পাবিবে ভূতে এই মন্ত্র স্মর,
ছাড় ছাড ছাড় বন্ধু ছাড ম্লেচ্ছাচাব,
হৃদয়ে চৈতন্য ভা আবির্ভাব কর।
একেত যৌবন নদী তুমুল তুফানে,
ভাঙ্গিছে ধাক্কায় ধ্বশ বহিছে উজান,
ভাসাইলে বিশ্বাস তরণী কোন প্রাণে,
নিজে যদি চালাইতে নহে ক্ষমবান্।

যা ছিলো ঘটেতে বুদ্ধি বোঝাই দিয়াছ,
ফেলিয়া নিজের কাছে কিছু রাখ নাই,
তাই বুঝি হত বুদ্ধি হইয়া রয়েছো,
আহা মরি বাছারে বালাই লয়ে যাই।
যদি বল আমারি যৌবন জল মাঝে,
আমারি বিশ্বাস তরি আশ্বাসে বিহবে,
সে কথা এখন বন্ধু বলা যদি সাজে,
শিশু কেন ডুবে মরে পিতার পুকুরে।
জাননা নাটুরে মাঝি বাঙ্গালের পোলা,
ডহরে ডুবায় ডিঙ্গী না মানে দোহাই,
আপোন আল্লার নাম লও এই বেলা,
বলিয়া ফুকারে মাঝু হালে পানী নাই।
কেমনে সুঁপিলে সেই বিশ্বাস তরণী,
অধার্ম্মিক নাটুরে বাঙ্গাল মাঝি গণে,
মারিছে ফাকির ঝাঁকি ছাড়িছে ক্ষেপণী,
বুঝিলাম ভরা ডুবি ভয় নাই মনে।
ভুলিযাছ বঞ্চকের তঞ্চক কথায়,
যাহারা মানুষে ভেড়া বানায় কৌশলে,
কারসাজি কোরে মাঝি ডাকে আয় আয়,
দাঁড়াইয়া দাড়ি নাড়ে দাড়ি দলে দলে।
কি মন্ত্রে ভুলায় মন কিছুই না জানি,
আনিয়া জুটাব দেখ কত কুল বধু,
দিবসে ভ্রাতায় প্রেম মাতায় ভগিনী,
যামিনীতে কামিনীর মন চোরা বঁধু।

জেনে শুনে হাবা হয়ে হাবাতের প্রায়,
হারাইলে জীবনের দুর্ল্লভ রতন,
এখনো ফিরাও কেন বিফলেতে যায়,
পার যদি অগোচরে অশেষ যতনে।

মায়াময় জগতে যতেক বস্তু দেখ,
সুশোভন প্রলোভন মাত্র মনে রাখ।
ভুঞ্জিবার অধিকার সবারি কি সব,
অথবা কাহারো কিছু বিভক্ত বিভব।
ইহার নির্ণয় কর তবে জানি যোগী,
হইয়াছ সংসারের সারভুক্ত ভোগী।
নতুবা আমার মতে মিছে ঘুরে মর,
ছানি খাও ডাবায় গাবায় গিয়া চর।
পেয়েছো মনুষ্য দেহ বিধাতার ভুলে,
একে একে বিলক্ষণ পরিচয় দিলে।
এখনো আপন পথ দেখে শুনে লও,
কপট ছাড়িয়ে কথা মন খুলে কও।
যে হাটের নেড়া তুমি সেই হাটে এস,
হুজুক তুলিয়ে কেন ডাক এস এস।
কে যায় তোমার ডাকে কার প্রয়োজন,
কে জানে মনুষ্য তুমি ধার্ম্মিক সুজন।
নাহি জান আত্ম তত্ত্ব হও তত্ত্ব জ্ঞানী,
হইয়া কলুর বৃষ ঘুরাতেছ ঘাণী।

সে দিকে নজর নাই বজোরে বলাও,
হয়েছি পেঁড়োর পীর সেলাম বাজাও।
ভাগ্য দোষে ব্রাহ্ম হয় ব্রাহ্মণের ছেলে,
তারাতো স্বয়ং ব্রহ্ম স্বধর্ম্মে থাকিলে।
তাই বলি আত্ম তত্ত্ব আবশ্যক জানা,
আত্ম তত্ত্ব বিহীন বেকুব সেই জনা।
অন্যের অসৎ কার্য্যে হইতে দোসর,
কলির ব্রাহ্মণ যত হয় অগ্রসব।
নয়নান্ধ জ্ঞানান্ধেব সাহায্যে এখন,
পরাৎপর ব্রহ্ম বস্তু করে নিরীক্ষণ।
তাই দেখে থেকে থেকে উঠিল যে ঢেউ,
পাইয়ে নূতন পথ তোবে গেল কেউ।
অনেকে হইল বটে সে পথে পথিক,
উচু যারা উচ্চাশয় তাদেরি অধিক।
গোড়াগুড়ি সঙ্কল্প আছিল মনে মনে,
কারে করি সহকারী স্বকার্য্য সাধনে।
অকার্য্য স্বকার্য্য যার কেবা তার সখা,
হতে হয় অপদস্থ যদি হন একা।
সে হেতু ধর্ম্মের ভাল ম্লেচ্ছ প্রকরণে,
লোক সংগ্রহের ফাঁদ পাতিল যতনে।
যাহারা মনুষ্য নয় কথা এলো মেলো,
পালে পালে তারা সেই ফাঁদে পোড়ে গেল।
বুদ্ধি বলে নানা ছলে হোয়ে দলে গুরু,
অভিপ্রেত অপকর্ম্ম করিলেন সুরু।

সমুদ্র শুধার যার পিপাসার টানে,
আকাঙ্ক্ষা বিকার ব্যাধি কার কথা মানে।
কাযে কাযে লাজের মাথায় মারি লাথী,
জগত জুড়িয়া যশে জ্বালিলেন বাতি।
সেই রঙ্গ দেখে যত সাঙ্গোপাঙ্গ সব,
ভঙ্গ দিয়া পলাইল হয়ে নিরুৎসব।
সীতার উদ্দেশকারি দূতের বদন,
দহ্যমান কারণে তজ্জাতি সাধারণ।
যে রূপেতে রূপান্তর হইতে লাগিল,
সেই ভঙ্গি বঙ্গে যেন প্রত্যক্ষ হইল।
পুড়িল যাহার মুখ সেই মুখ পোড়া,
অতঃপর পোড়াইয়ে গেল আগাগোড়া।
ছলে কলে পুন দলে মিসিল আসিয়া,
স্বার্থ বাগীসের শেষ বিশেষ বেহায়া।
এত কাণ্ড দেখে শুনে সেই ভণ্ড দলে,
অদ্যাপি আছহ কেনে বান্ধব সকলে।
বুঝিলাম কলির কল্পনা সিদ্ধ হেতু,
ধর্ম্মের বিরুদ্ধ স্রোতে স্নবর্ণের সেতু।
বজায় হইবে বোলে আছে যে লিখন,
উপস্থিত সেই কার্য্যে তোমরা কারণ।
কেনবা হইতে চাও নিমিত্তের ভাগী,
কাহার কথায় বাপু হও ধর্ম্ম ত্যাগী।
যার উপদেশে দ্বেষ স্বধর্ম্ম উপরে,
সে পাতকী ঠেকে নাকি লজ্জার খাতিরে।

এবে তবু হয়ে ছিল ফলে কিছু আঁটা,
মাঝে থেকে মারা গেলি ধামা ধরা কটা।
মনে যদি নাহি থাকে ঐ কদাচার,
এখনো উপায় আছে কর প্রতীকার।
হইবে কলির শেষে সত্য সমাগম,
অদ্যাবধি হইতেছে তারি সরঞ্জম।
স্থানে স্থানে হরি সভা হরি সংকীর্ত্তনে,
শোভাময় ভারত হতেছে এত দিনে।
আবাল যুবক বৃদ্ধ সবারি হৃদয়ে,
আর্য্যভাব আবির্ভাব দেশ ক্রমান্বয়ে।
আর্য্যধর্ম্ম রক্ষণীয় সভার উদ্দেশে,
উড়িয়াছে লাল ধ্বজা পশ্চিম প্রদেশে।
তাহে কত উৎসাহিত হিন্দু রাজাগণ,
দেখিলে নয়ন তৃপ্ত শুনিলে শ্রবণ।
শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন তথা শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গে,
বক্তৃতায় বশীভূত করেছে ভুজঙ্গে।
খল সর্প সম যত ধর্ম্মদ্বেষী দল,
কুটিলতা ছাড়িয়াছে উগারি গবল।
আর্য্যধর্ম্মে অনুরাগী হইতেছে অতি,
পরিণামে পরম পবিত্র যেই গতি।
তাই বলি ছাড় কাল ভুজঙ্গের সঙ্গ,
সে কালীয় দমনের বাহন বিহঙ্গ।
আসিয়াছে নাশিবারে ভুজঙ্গের বল,
একে একে বিষধর যাবে রসাতল।

আবার দুর্ব্বার কাল শমন শিখরে,
পদে পদে পদার্পণ করিবার তরে।
রাশি রাশি তমনাশি প্রকাশিয়ে কর,
পূর্ণরূপে উদয় হয়েছে শশধর।
কুতর্ক মিটায়ে সবে সতর্ক করিতে,
তর্ক চূড়ামণি তিনি এই অবনীতে।
শশধর শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন এক ঠাঁই,
মিলায়েছে বিধি যেন চৈতন্য নিতাই।
নাস্তিক পাষণ্ড ভণ্ড তার্কিক মণ্ডলী,
বিশেষতঃ সরস্বতী সঙ্গে দলাদলী।
ছিল যে সকল ষণ্ড পশ্চিম প্রদেশে,
হরি বোলে তাহারা নয়ন নীরে ভাসে।
এ হেন পাষাণ প্রাণে দিল যে চৈতন্য,
ধন্য সেই শশধর শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন।

হে হিন্দু বংশ সম্ভূত স্বধর্ম্ম দ্বেষী মহোদয়গণ, আমি তোমাদের ধর্ম্মোপদেষ্টা কিম্বা মতের বিরুদ্ধবাদী হইয়া বক্তৃতায় প্রাধান্য প্রদর্শনার্থ অথবা স্বকীয় মতের পক্ষ সমর্থন বাসনায় গ্রন্থ রচনা করি নাই মাত্র এই পরম পবিত্রা ভারত ভূমি, যে সুরার সংস্পর্শে কলুষিতা হইয়া, ধর্ম্মের ভার বহন করিতে অক্ষম হইতেছেন অর্থাৎ ধার্ম্মিকের সংখ্যা সংক্ষেপ হইতেছে, সেই সুরা সংক্রান্ত অবশ্য বক্তব্য বিষয় লইয়া আন্দোলন করাই আমার উদ্দেশ্য আর যে উহার সামিলে লোকের আচার ব্যবহার রীতি নীতি ও ধর্ম্মের বৈপরীত্য ঘটিত বিষয়গুলি লিখিত হইয়াছে দেখিতেছেন, তাহাও

অবক্তব্য নহে; যেহেতু ঐ মহা কারণের কার্য্য ফলই ঠিক বিপরীত ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় নবম কল্পের দ্বিতীয় ভাগে স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন। যথা ইহুদিদিগের গ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে সয়তান কোন ব্যক্তিকে নরহত্যায় প্রবৃত্ত করিতে সম্যক্ চেষ্টাবান্ হইয়াছিল, কিন্তু কোন ক্রমেই কৃতকার্য্য হইল না। তৎপরে তাহাকে পরদারাভিগমনে লিপ্ত করিতে চেষ্টা ক'র কিন্তু তাহাতেও কৃতকার্য্য হইল না, পরে মদ্যপানে প্রবৃত্ত করিতে চেষ্টা পাইলে তাহাতে কৃতকার্য্য হয়। উল্লিখিত ব্যক্তি মদ্যপান করিয়া পরদারাভিগমন ও নরহত্যা এই দুই দুষ্কর্ম্মই সম্পাদন করিয়াছিল।

মদ্যং।

অপেয়ং অদেয়ং অগ্রাহ্যং।

সম্পূর্ণ

PRINTED AND PUBLISHED BY G. M. DOSS, AT THE NEW ARYA PRESS,
43/1 BHOWANI CHURN DUTT'S LANE, CALCUTTA.